

বিদ্যুৎ সেক্টরভুক্ত
প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন
অগ্রগতি বিষয়ক গবেষণা
প্রতিবেদন



মোহাম্মদ মাহিদুর রহমান

পরিচালক (উপসচিব), সেক্টর-১,
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

উপদেষ্টাঃ

এস এম হামিদুল হক

প্রধান (অতিরিক্ত সচিব),
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	১
	সংক্ষিপ্ত রূপ ও শব্দ সংক্ষেপ	৩
প্রথম অধ্যায় ১.	ভূমিকা	৫
১.২	বিদ্যুৎ সেक्टरের প্রকল্পসমূহের প্রভাব	৬
১.৩	প্রকল্পসমূহের উদ্দেশ্য	৭
১.৪	গবেষণার মুখ্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ	৭
১.৪.১	প্রকল্প সূচনা ও অনুমোদন	৭
১.৪.২	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৮
১.৪.৩	বাস্তবায়ন পরবর্তী কার্যক্রম	৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	গবেষণা পদ্ধতি(Methodology)	৯
তৃতীয় অধ্যায় ৩.১	বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ পর্যালোচনা	১১
৩.২	প্রকল্পসমূহের বৈশিষ্ট্য ও অগ্রগতি	১১
৩.৩	প্রকল্পের বছরভিত্তিক অগ্রগতি পর্যালোচনা	১৫
৩.৪	বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ও সঞ্চালন প্রকল্পসমূহ	২২
৩.৫	প্রকল্পের আকার ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৩৫
৩.৬	বাস্তবায়নকারী সংস্থাভিত্তিক বিশ্লেষণ	৩৯
৩.৭	প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিজনিত প্রভাব	৪০
চতুর্থ অধ্যায়	SWOT Analysis	৪১
পঞ্চম অধ্যায় ৫.১	পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন	৪৩
ষষ্ঠ অধ্যায় ৬.	সুপারিশ ও উপসংহার	৪৭
৬.১	সুপারিশ	৪৭
৬.২	উপসংহার	৪৯
	তথ্যসূত্র	৫১

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। গত এক যুগ ধরে বাংলাদেশে বিদ্যুতের অবকাঠামো সম্প্রসারণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিদ্যুতের সরবরাহ ব্যবস্থা এবং নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসের প্রসারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিদ্যুৎ সেক্টর হলো একটি দেশের উন্নয়নের জন্য অন্যান্য সকল সেক্টরের শক্তির যোগানদাতা। এ সেক্টরের উন্নয়নের উপর দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষাব্যবস্থা, জনগনের জীবনমানসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি নির্ভর করে। তাছাড়া বিদ্যুৎ সেক্টরের স্থিতিশীলতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা একটি দেশের অগ্রগতির নির্দেশক হিসেবেও কাজ করে।

এই গবেষণা পরিচালনাকালে বিদ্যুৎ সেক্টরে চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পগুলো পর্যালোচনা করা হয় এই প্রকল্পগুলোকে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী এবং বিদ্যুৎ সরবরাহকারী এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ সেক্টরের প্রকল্পসমূহের উদ্দেশ্য, প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাবসমূহ এবং বাস্তবায়ন পরবর্তী কার্য সম্পাদন এ গবেষণায় প্রাধান্য পেয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পসমূহের ডিপিপি এবং বিদ্যুৎ বিভাগের প্রচলিত ভিশন টোয়েন্টি ওয়ান এবং রূপকল্প ২০৪১, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমন্বিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগের প্রকল্পসমূহের দৈনন্দিন অগ্রগতি এবং সমন্বিত কার্যক্রম সম্পর্কে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে নিয়মিতভাবে প্রেরণ ০১, ০৩, ০৫ ইত্যাদি ফরম্যাটে প্রতি মাসে বিভিন্ন প্রতিবেদন করা হয়ে থাকে। উক্ত প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পরিদর্শন প্রতিবেদনগুলোর যে সুপারিশসমূহ প্রেরণ করা হয়েছে তা পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী এবং সঞ্চালন প্রকল্পসমূহের সংস্থা ভিত্তিক অগ্রগতি এবং আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণের সাথে মতবিনিময় এবং সাক্ষাৎকারের নির্যাস আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের বিভিন্ন সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ এবং তা উত্তরণের উপায় পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে বিদ্যুৎ বিভাগের অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ সেক্টরে বাংলাদেশের সক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বে বিদ্যুৎ সেক্টরে দক্ষ জনবলের ঘাটতি থাকলেও বিভিন্ন টার্ন-কি প্রকল্পে বিদেশী দক্ষ জনবলের সাথে কাজ করে বাংলাদেশেও বিপুল সংখ্যক দক্ষ জনবল তৈরি হয়েছে। এ সকল দক্ষ জনবল সঠিকভাবে ব্যবহার করা গেলে বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্পগুলো আরও সাশ্রয়ী মূল্যে বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে। তবে এ সেক্টর প্রচুর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন-এ কথাও অনস্বীকার্য। চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের জন্য বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সেক্টরে কর্মরত সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

আগামী অন্ততঃ ১০০ বছরে বিদ্যুৎ খাতের চাহিদার কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উন্নত প্রযুক্তি আবিষ্কারের জন্য দেশে গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সিস্টেম লস কমানোর মাধ্যমে শতভাগ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। তবেই অর্থনীতির গতিসঞ্চারক বিদ্যুৎ খাতের উন্নতির মাধ্যমে অন্যান্য সকল খাতের অবদানে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব।

সংক্ষিপ্ত রূপ ও শব্দ সংক্ষেপ

ইংরেজী সংক্ষিপ্ত রূপ	বাংলা সংক্ষিপ্ত রূপ	শব্দের পূর্ণরূপ
BREB	বাপবিবো	Bangladesh Rural Electrification Board
DOFP	ডিওএফপি	Delegation Of Financial Power
DPEC	ডিপিইসি	Departmental Project Evaluation Committee
DPM	ডিপিএম	Direct Procurement Method
DPP	ডিপিপি	Development Project Proposal
ECNEC	একনেক	Executive Committee Of National Economic Council
EPC	ইপিসি	Engineering, Procurement & Commissioning
FAC	এফএসি	Final Acceptance Certificate
GOB	জিওবি	Government Of Bangladesh
ICB	আইসিবি	International Competitive Bidding
IMED	আইএমইডি	Implementation Monitoring and Evaluation Division
LD	এলডি	Liquidated Damage
LTSA	এলটিএসএ	Long Term Service Agreement
MPEMR	এমপিইএমআর	Ministry Of Power Energy and Mineral Resources
MW	মেঃ ওঃ	Mega Watt
NCT	এনসিটি	National Competitive Tendering
OTM	ওটিএম	Open Tendering Method
PAC	পিএসি	Provisional Acceptance Certificate
PBS	পিবিএস	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
PEC	পিইসি	Proposal Evaluation Committee
PPA	পিপিএ	Public Procurement Act
PPR	পিপিআর	Public procurement Rules
RCDR	আরসিডিআর	Receive Cum Damage Report
RFQ	আরএফকিউ	Request for Quotation
TEC	টিইসি	Tender Evaluation Committee
TOC	টিওসি	Tender Opening Committee

প্রথম অধ্যায়

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে গতি প্রদান করতে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। এর কার্যক্রম মূলত শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে পল্লী অঞ্চলের বিদ্যুতায়নকে ত্বরান্বিত করতে ১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে গঠন করা হয় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে সারাদেশে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন সম্প্রসারণের কাজ চলতে থাকে। বিভিন্ন শহর ও নগরীর মধ্যে বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইনের অন্তঃ সংযোগ করা হয় ২৩০ কিলোভোল্টের ও ১৩২ কিলোভোল্টের ট্রান্সমিশন লাইন দ্বারা। ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বপ্রথম দেশের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে থাকা বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইনকে একসাথে সংযুক্ত করা হয়। একটি ডাবল সার্কিট ২৩০ কিলোভোল্ট ট্রান্সমিশন লাইন দ্বারা যমুনা নদীর উপর দিয়ে এই সংযোগ দেয়া হয় যা যুক্ত করে টঞ্জী ও ঈশ্বরদীতে থাকা ১৩২ কেভির ট্রান্সমিশন লাইনকে। ১৯৭২ সালের পর থেকে ১৯৯১-৯২ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা গিয়ে দাঁড়ায় ২৩৫০ মেগাওয়াট। ১৯৯৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সারাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে দাঁড় করায় ২৮১৮ মেগাওয়াটে। ১৯৮৬ সালের পর থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সামগ্রিক কর্মক্ষমতা ব্যাপক হারে হ্রাস পায়, এ সময় গড় সিস্টেম লস ছিল প্রায় ৪২ শতাংশ, এবং গড়ে বকেয়া বিলের পরিমাণ ছিল প্রায় সাড়ে ৬ মাসের। এর ফলশ্রুতিতে জাতীয় সংসদে " বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত পুনর্গঠন " রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয় ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

১৯৯০ সাল নাগাদ সারাদেশের মোট বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের ৫০ শতাংশ ব্যবহৃত হত রাজধানী ঢাকায় ও এর আশে পাশের এলাকায়। সুষ্ঠুভাবে বৃহত্তর ঢাকার বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণের জন্য ও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কাছ থেকে অতিরিক্ত বোঝা কমাতে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সরকার ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) গঠন করে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থাকে আরো গতি প্রদান করতে ২১ নভেম্বর, ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থাকে পৃথক করে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) নামক কোম্পানি গঠন করে। ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় ২৩০ কিলোভোল্টের ট্রান্সমিশন লাইনের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৮৩৮ সার্কিট কিলোমিটার এবং ১৩২ কিলোভোল্টের ট্রান্সমিশন লাইনের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৪৭৫৫ সার্কিট কিলোমিটার। ২০০১ নাগাদ এটি হয়ে ওঠে ২৩০ কিলোভোল্টের ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে ১১৪৪ সার্কিট কিলোমিটার এবং ১৩২ কিলোভোল্টের ট্রান্সমিশন লাইনের ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে ৪৯৬২ সার্কিট কিলোমিটার। বর্তমানে ২৩০ কিলোভোল্টের ট্রান্সমিশন লাইন ১৪,৬৭২ সার্কিট কিলোমিটার এবং ১৩২ কিলোভোল্টের ট্রান্সমিশন লাইন ৬,২৯,০০০ সার্কিট কিলোমিটার। এ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে ৬৭টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পগুলো সমাপ্ত হলে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থায় ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হবে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল চালিকা শক্তি। কিন্তু দেশের বিদ্যুৎ ঘাটতি জনগণের ভোগান্তি বৃদ্ধিসহ, শিল্প ও কৃষি উৎপাদন বাধাগ্রস্ত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছিল এবং সফলতার সাথে শতভাগ বিদ্যুতায়ন করেছে দেশজুড়ে। লোড শেডিং লাঘবে বিদ্যুতের অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুসম উন্নয়নে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক নিবিড় তদারকির মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করেছে। বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলায় গ্যাস সংকটকে বিবেচনায় রেখে সরকার নতুন পরিকল্পনায় গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশা পাশি কয়লা, ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল ভিত্তিক, ডুয়েল-ফুয়েল ভিত্তিক এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিদ্যুৎ বিভাগ দেশের বিদ্যুৎ খাতের সামগ্রিক দায়িত্বে নিয়োজিত। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনের জন্য জাতিসংঘ ঘোষিত Sustainable Development

Goal (SDG) এর অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এবং দেশের সকল জনগণের নিকট নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সেবা যৌক্তিক মূল্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ গবেষণার লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতি ও প্রবৃদ্ধি নিয়মিকরণে বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্পসমূহের ভূমিকা পর্যালোচনা করা এবং এ অবদান অধিকতর বৃদ্ধি করার উপায়সমূহ নিয়ে পর্যালোচনা করা।

১.২ বিদ্যুৎ সেক্টরের প্রকল্পসমূহের প্রভাব:

বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে নানান প্রকল্পের আওতায় সরকার বিদ্যুৎখাত সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সমন্বিত ও পরিকল্পিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এর আওতায় ভবিষ্যৎ সংস্কার কর্মসূচির রূপরেখা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার কৌশল নির্ধারণ করা হচ্ছে। সরকারের ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারীখাতের সংস্থা ও কোম্পানীসমূহের কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করে তোলার লক্ষ্যে বাণিজ্যিকীকরণ করা;
- উৎপাদন ও বিতরণ খাতে বেসরকারী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- বাজার কাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা (মাল্টিবায়ার/ কমপিটিটিভ পুল প্রতিষ্ঠা করা);
- রেগুলেটরী কাঠামোর আওতায় প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে বিদ্যুৎখাতের দক্ষতা বৃদ্ধি ও গ্রাহকের অধিকার নিশ্চিত করা;
- মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে কর্পোরেট কালচার প্রতিষ্ঠা করা;
- পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কার্যক্রমে আরো গতি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে গৃহীত সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে সরকার ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করছে। ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উর্ধ্বগতি, শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি এবং নগরায়নে দ্রুত অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে। বিদ্যুতের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ মোট ২৭,৩৬১ মেগাওয়াট এবং ১৯ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে সর্বোচ্চ ১৫,৬৪৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। দেশের শতভাগ বিদ্যুতায়নের জন্য মোট সঞ্চালন লাইন ১৪,৬৭২ সার্কিট কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইন ৬ লক্ষ ২৯ হাজার কিলোমিটারে উন্নতি করা সহ গ্রিড সাব-স্টেশন ক্ষমতা ৬১,৪১২এমভিএ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। যার আওতায় সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে দেশের শতভাগ জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে এবং মোট বিদ্যুতের মাথাপিছু উৎপাদন ৬০৯ কিলো ওয়াট/ ঘন্টা'তে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের “সোনার বাংলা” বিনির্মাণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কালজয়ী রূপকল্প “ভিশন ২০৪১” বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এ ধারাবাহিকতায় “শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” তথা শতভাগ উপজেলা বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে “আমার গ্রাম” “আমার শহর” বিনির্মাণে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা সহ জনগণের শতভাগ বিদ্যুৎ পাওয়া নিশ্চিত করতে বিদ্যুৎ বিভাগের গৃহিত তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পাওয়ার সেলের কারিগরি প্রকল্পের আওতায় সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন তথা বিদ্যুৎ বিভাগের ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা হয়।

১.৩ প্রকল্পসমূহের উদ্দেশ্য:

যে সকল উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্যুৎ সেক্টরে প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তা নিম্নরূপ:

- লোড শেডিং হ্রাস করণের মাধ্যমে দেশে বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করা;
- ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও সরবরাহের ঘাটতি কমাতে সহায়তা করা;
- পর্যাপ্ত এবং নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহায়ক ভূমিকা পালন করা;
- স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিদ্যুতের মাধ্যমে সিস্টেম লস কমানো এবং জাতীয় গ্রীড ব্যবস্থার স্থায়ীত্ব ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা;
- প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়তে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- প্রকল্প এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও উন্নত করে জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।
- ২০৩০ অবধি গ্রাহককে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদান করা।
- বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে লোড শেডিং হ্রাস করণের মাধ্যমে দেশে বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করা;
- ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও সরবরাহের ঘাটতি কমাতে সহায়তা করা;
- পর্যাপ্ত এবং নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহায়ক ভূমিকা পালন করা;
- স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিদ্যুতের মাধ্যমে সিস্টেম লস কমানো এবং জাতীয় গ্রীড ব্যবস্থার স্থায়ীত্ব ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা;
- প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়তে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- ২০২৪ সালের মধ্যে মানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা; এবং
- জ্বালানি সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন।
- বিদ্যুৎ খাতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সংস্থাসমূহের ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা বৃদ্ধি।
- বিদ্যমান বিভিন্ন গ্রিড উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন, নতুন ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন ও পুরাতন সঞ্চালন লাইনসমূহের বিদ্যমান কন্ডাক্টর প্রতিস্থাপন-এর মাধ্যমে দেশব্যাপী বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ এবং মানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।
- সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ;
- অবহেলিত অঞ্চলে শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন;
- অবহেলিত অঞ্চলের কর্মসংস্থান সুযোগ, শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, জীবনমান উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, নগরায়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা, বাণিজ্য এবং সামাজিক খাতের সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধি।

১.৪ গবেষণার মূখ্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

এ গবেষণায় মূখ্য বিবেচ্য বিষয় হলো বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্পসমূহ কতটুকু দক্ষতার সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং অধিকতর আউটপুট ও আউটকাম পেতে হলে কি কি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে তার সুপারিশ করা। এ লক্ষ্যে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রকল্পগুলো কি প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করা হয়, তা কীভাবে বাস্তবায়ন করা হয় এবং পরবর্তীতে পরিচালন প্রক্রিয়া নিয়ে গভীরভাবে আলোকপাত করা হবে।

১.৪.১ প্রকল্প সূচনা ও অনুমোদন:

দেশের এলাকা ভিত্তিক বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও সরকারের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের অঙ্গীকারকে প্রাধান্য দিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রকল্পসমূহ গ্রহণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে সরকারি বিদ্যমান নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে প্রকল্পের কাজ

শুরু করা হয়। সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা অনুসারে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের সময় সরকারের অ্যালোকেশন অব বিজনেস বিবেচনায় নিতে হয়।

যেহেতু বিদ্যুৎ বিভাগের সকল প্রকল্পই অধিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের হয়ে থাকে, এজন্য সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা অনুসারে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয়ের সকল প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ ও পেশাদারি প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয় এবং নির্ধারিত ছকে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন, ডিজাইন/ কনসেপচুয়াল ডিজাইন ইত্যাদি প্রকল্প প্রস্তাবের (ডিপিপি) সাথে সংযুক্ত করা হয়।

১.৪.২ প্রকল্প বাস্তবায়ন:

ডিপিপি অনুমোদনের পর প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ডিপিপিতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে সরকারি ক্রয় আইন-২০০৬ এবং সরকারি ক্রয় বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণপূর্বক নির্ধারিত কার্যাবলী বাস্তবায়ন করে থাকেন।

১.৪.৩ বাস্তবায়ন পরবর্তী কার্যক্রম:

প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রদান করেন এবং প্রকল্পের সম্পদসমূহ (বাস্তবায়িত কার্যাবলী) সংশ্লিষ্ট পরিচালন সংস্থার নিকট হস্তান্তর করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের বাস্তবায়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি সংক্রান্ত এই গবেষণায় নিম্নোক্ত পদ্ধতি ও পস্থা (Methodology) অবলম্বন করা হয়েছে:

লিটারেচার রিভিউ: বাংলাদেশে বিদ্যুৎ খাত সম্পর্কিত বিদ্যমান প্রকাশনা, প্রতিবেদন, গবেষণা এবং একাডেমিক কাগজপত্রের একটি ব্যাপক পর্যালোচনা পরিচালনা করা হয়েছে। লিটারেচারগুলিকে সেকেন্ডারি তথ্যের উৎস হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছে এবং গবেষণার মূল উদ্দেশ্যের কেন্দ্রে ছিল এসব প্রকাশনাগুলো।

তথ্য সংগ্রহ: সরকারী সংস্থা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণের পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি সহ বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, উৎপাদন খরচ, মূল্য নির্ধারণ, নীতি কাঠামো, নবায়নযোগ্য শক্তির উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ সেক্টরের আর্থিক বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

স্টেকহোল্ডার (অংশীজন) অভিমত পর্যবেক্ষণ: মূল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা সম্ভব না হওয়াতে অংশীজনের অভিমত জানার জন্য দেশের জনপ্রিয় ও অধিক প্রচলিত বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় সমসাময়িক প্রকাশিত খবর, প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই প্রকাশনা থেকে মূল্যবান অভিমত, বাস্তব পরিস্থিতি এবং বিদ্যুৎ খাতের চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মতামত পাওয়া যায় যা এই গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে।

তথ্য বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন: উপযুক্ত পরিসংখ্যান এবং বিশ্লেষণাত্মক কৌশল ব্যবহার করে সংগৃহীত ডেটা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিমাণগত বিশ্লেষণের (Quantitative Analysis) মধ্যে প্রবণতা (Trends), পারস্পরিক সম্পর্ক (Correlation) এবং পূর্বাভাসের (Forecasting) পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে প্রাপ্ত থিম, প্যাটার্ন এবং অভিমতের গুণগত বিশ্লেষণ (Qualitative Analysis) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কেস স্টাডি: বিদ্যুৎ খাতের নির্দিষ্ট দিক, যেমন আইএমইডি'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সময়ে সময়ে উপস্থাপিত পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর কেস স্টাডি করা হয়েছে।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ: বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম, অগ্রগতি, সফলতা, দীর্ঘসূত্রিতা, চ্যালেঞ্জসমূহ, সফল কৌশল বাস্তবায়ন ইত্যাদি তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণপূর্বক নীতি সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

নীতি মূল্যায়ন: বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে বিদ্যমান নীতি এবং বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো মূল্যায়ন করা হয়েছে। তাদের কার্যকারিতা মূল্যায়ন, দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ, এবং নীতির উন্নতি বা নতুন নীতি প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ: প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে অর্জিত ফলাফল এবং সুপারিশের সমন্বয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

সময়ের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা এবং অর্থপূর্ণ ফলাফল পেতে উপযুক্ত গবেষণা পদ্ধতি এবং বিশ্লেষণাত্মক কৌশল প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। য়ো

তৃতীয় অধ্যায় প্রাপ্ত ফলাফল

৩.১ বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ পর্যালোচনা:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ স্লোগান সামনে রেখেই শতভাগ ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকার যে বিশাল কর্মযজ্ঞ হাতে নিয়েছে তার সফল বাস্তবায়ন করতে নিরলস কাজও করে চলেছে সরকার। তারই ধারাবাহিকতায় প্রতি অর্থবছরে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সরকার বিদ্যুৎ খাতে বিশাল অংকের বাজেট বরাদ্দ দিচ্ছে। বিগত কয়েক বছরের জাতীয় বাজেট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে চাহিদার সাথে যোগান রেখে প্রতিবছর সরকার বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ দিয়ে যাচ্ছে। নিম্নে হকের মাধ্যমে বিগত পাঁচ অর্থবছরের বিদ্যুৎ খাতের বরাদ্দের পরিমাণ উল্লেখ করা হল:

অর্থবছর অনুযায়ী বিদ্যুৎ খাতে বাজেটের তথ্য:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	মোট বাজেট	বিদ্যুৎ খাতে বাজেট	শতকরা বরাদ্দ
২০২২-২৩	৬,৭৮,০৬৪	২৬,০৬৬	৩.৮৪%
২০২১-২২	৬,০৩,৬৮১	২৭৪৮৪	৪.৫৫%
২০২০-২১	৫,৬৮,০০০	২৩৭৭৭	৪.১৮%
২০১৯-২০	৫, ২৩, ১৯০	২৮০৫১	৫.৩৪%
২০১৮-১৯	৪,৬৩,৫৭৩	২৪৯২১	৫.৩৪%

উপরোক্ত হকের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে গত অর্থবছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতে বাজেটের একটা বড় অংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল।

৩.২ প্রকল্পসমূহের বৈশিষ্ট্য ও অগ্রগতি

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় চলমান প্রকল্পগুলো সাধারণত উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিনিয়োগ ধরনের হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ বিভাগের বিভিন্ন সংস্থাগুলো তাদের নির্দিষ্ট এলাকার সাধারণ গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। এই সকল প্রকল্পগুলো পরিকল্পনা ও ডিপিপি অনুসারে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুসারে প্রকল্পসমূহের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রকল্পগুলো নানান সমস্যার কারণে সঠিক সময়ে সমাপ্ত হতে পারে না। যদিও প্রকল্প সমাপ্ত হতে অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণ হয় কিন্তু বিদ্যুৎ এর প্রকল্পসমূহ যথাযথ গুণগতমান বজায় রেখে সম্পন্ন করা হয়। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শতভাগ অর্জিত হয়।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
1.	বিদ্যুৎ বিভাগ (নিজস্ব)	টেকনিক্যাল এসিসটেন্স ফর বাংলাদেশ পাওয়ার সেক্টর ডেভেলপমেন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং,	(০১/০৭/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২)	১৪৬০০.০০	৬৭.১৭%	৭০.০০%
2.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	প্রিপেইড মিটারিং ফর ডিস্ট্রিবিউশন কুমিল্লা এন্ড ময়মনসিংহ জোনস,	(০১/০৭/২০১৩ হইতে ৩০/০৬/২০২৪)	১৬৫১৬.৪৮	১৬.২৯%	৩০.৮৬%
3.		ঘোড়াশাল-৩ রি-পাওয়ারিং প্রজেক্ট,	(০১/০১/২০১৫ হইতে ৩১/১২/২০২৩)	২৯৫৪৬৬.৫৯	৫৫.৪২%	৬৫.০০%
4.		ঘোড়াশাল ৪র্থ ইউনিট রি-পাওয়ারিং প্রকল্প	(০১/০৭/২০১৬ হইতে	২০৭১৯৮.৫৬	৮০.২১%	৯৪.৯৪%

ক্র: নং	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
			৩০/০৬/২০২৪)			
5.		বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, রংপুর জোন, বিউবো, রংপুর,	(০১/০১/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০২৩)	১৪২৯২১.৫৮	৮৪.৭৫%	৯৫.০০%
6.		বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, সিলেট বিভাগ, বিউবো,	০১/০৪/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০২৪	১৮৪০৮৬.৯৬	৬৫.৬৯%	৯৩.০০%
7.		খুলনা ৩৩০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প,	(০১/০১/২০১৭ হইতে ৩০/০৬/২০২৩)	৩৯১৯২৫.৯২	৭১.৬২%	৭১.৮৬%
8.		বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, ময়মনসিংহ জোন (১ম সংশোধিত),	০১/০১/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২৪	১৬২৪৩২.৭০	৬২.৮৪%	৭৩.২৪%
9.		বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, কুমিল্লা জোন,	(০১/০১/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২৫)	১৫২১৭৬.০০	৬৪.২৭%	৭০.০০%
10.		সৈয়দপুর ১৫০ মেঃওঃ +১০% সিম্পল সাইকেল (এইচএসডি ভিত্তিক) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প,	(০১/০১/২০১৯ হইতে ৩০/০৬/২০২৩)	১০০০৯৯.৫৮	৫০.২৪%	৬০.২৮%
11.		বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, চট্টগ্রাম জোন (২য় পর্যায়),	(০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২৫)	২৬০০৬১.২৩	২৮.৮৬%	৩০.০০%
12.		হাতিয়া দ্বীপ, নিবুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন প্রকল্প,	(০১/০৭/২০২০ হইতে ৩০/০৬/২০২৩)	৩৮৪৩৬.১৫	৮০.৯২%	৬৭.০০%
13.		স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ইন ডিস্ট্রিবিউশন জোনস অফ বিপিডিবি,	(০১/০৩/২০২২ হইতে ২৮/০২/২০২৫)	৬১৯৩০.৭৬	০.১২%	০.০০%
14.	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	(০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২)	৬২৭৫৬৬.৮১	৯৮.৪৪%	১০০%
15.		“শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ)(২য় সংশোধিত) প্রকল্প,	(০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২)	৬৬৪৬০০.০০	৯৯.৩৫%	১০০%
16.		সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ,	(০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২২),	৩৯৩৭৪.৯২	২১.৯৯%	৩০.০০%
17.		বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (খুলনা বিভাগ),	(০১/০৭/২০২১ হইতে ৩০/০৬/২০২৫)	৩০৭৬২২.৫০	৮.৩৭%	২.৭৩%
18.		বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ),	(০১/০৭/২০২২ হইতে ৩০/০৬/২০২৭)	৬১৭৮৮৩.৪১	.০১%	০.০০%
19.		বাপবিবোর বিদ্যমান ৩৩/১১ কেভি পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের পুনর্বাসন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১),	(০১/০৭/২০২২ হইতে ৩০/০৬/২০২৬)	৬৭৯৭২.৩৬	২৫.২৪%	০.০০%
20.		৪০০/২৩০/১৩২ কেভি গ্রীড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট,	(০১/০৭/২০১৩ হইতে ৩১/১২/২০২৪)	৩০২৯৫৮.১৭	৭০.৬১%	৮৪.০২%
21.	আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প,	(০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০২৩)	২৩৫৩২৫.২০	৮৭.০৩%	৯৯.০০%	
22.	ঢাকা-চট্টগ্রাম মেইন পাওয়ার গ্রীড স্ট্রেন্থেনিং প্রকল্প (সংশোধিত),	(০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০২৩)	৪৫৬৭৪৯.৩৮	৭৫.১২%	৮৫.৪২%	
23.	গ্রীড ভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প,	(০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২৪)	২৯৪৬৮৬.৫০	৪৯.১১%	৪৭.২৫%	
24.	পাওয়ার গ্রীড নেটওয়ার্ক স্ট্রেন্থেনিং	(০১/১০/২০১৬ হইতে	১৪৩২৬২৯.৭	২৩.৮১%	৪০.৬৫%	

ক্র: নং	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
		প্রজেক্ট আন্ডার পিজিসিবি	৩০/০৬/২০২৪)	৯		
25.		পটুয়াখালী (পায়রা)- গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ,	(০১/০১/২০১৭ হইতে ৩০/০৬/২০২৩)	৩২৯৪২৪.৪৬	৬৯.০৪%	৮০.০০%
26.		বাংলাদেশ পাওয়ার সিস্টেম রিলায়েবিলিটি এন্ড ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প	(০১/০৭/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২৪),	৫৭৯৯৫.২০	০৯.৮৪%	০৯.৮২%
27.		পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীড নেটওয়ার্কের পরিবর্ধন এবং ক্ষমতাবর্ধন,	(০১/০১/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২৪)	৫৮০৩৯৩.৮৩	৪২.৭৭%	৫১.৩০%
28.		দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ট্রান্সমিশন গ্রীড সম্প্রসারণ প্রকল্প,	(০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২৪)	৪৩২২৩৪.৭৩	৫৪.৭৯%	৭৪.৭২%
29.		রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইভাকুয়েশনের জন্য সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়ন,	(০১/০৪/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২৩)	১০৯৮১৭৪.৯২	৪২.২৮%	৪৩.৫০%
30.		আশুগঞ্জ ১৩২ কেভি পুরাতন এআইএস উপকেন্দ্রকে ১৩২ কেভি নতুন জিআইএস উপকেন্দ্র দ্বারা প্রতিস্থাপন প্রকল্প,	(০১/০৪/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২৪)	২৫২২৬.০০	৩৫.৩৪%	৩৮.৫০%
31.		বড়পুকুরিয়া-বগুড়া-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি লাইন প্রকল্প,	(০১/০১/২০১৯ হইতে ৩০/০৬/২০২৪)	৪০৫২২৩.০০	৪৪.০২%	৩৪.২৫%
32.	পিজিসিবি	চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধন),	(০১/০৭/২০১৯ হইতে ৩০/০৬/২০২৫)	১৮৬১২৮.৯১	০৮.১৫%	১৮.২৪%
33.		ঢাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রিড সঞ্চালন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ প্রকল্প	(০১/১০/২০১৯ হইতে ৩০/০৬/২০২৫)	৫৯৪৯৯৫.২২	১৬.১১%	১৯.৭১%
34.		বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প,	(০১/০৭/২০১৯ হইতে ৩০/০৬/২০২৩),	৪৩১.১৪	৩.৫০%	৮.০০%
35.		বিদ্যমান গ্রিড উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইনের ক্ষমতাবর্ধন,	(০১/০৯/২০২১ হইতে ২৮/০২/২০২৫)	৭৭৪৮৬.০০	৩.৩১%	৩৫.৭৬
36.		মদুনাঘাট-ভুলতা ৭৬৫ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	(০১/০৭/২০২১ হইতে ৩১/১২/২০২৪)	৩৫২৫.০০	০.১৯%	২.০০%
37.		প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ফর সিক্স এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি (১ম সংশোধিত)	(০১/০৭/২০১৩ হইতে ৩০/০৬/২০২৪)	১০২৩০.৫৯	১৭.৯৬%	২২.৮৪%
38.		এক্সপানশন এন্ড স্ট্রেন্গেনিং অব পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক আন্ডার ডিপিডিসি এরিয়া,	(০১/০১/২০১৭ হইতে ৩০/০৬/২০২৪)	২০৪৬৮৪১.৯৬	৩৪.৬২%	৩০.১২%
39.		ডিপিডিসির আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত),	(০১/০১/২০১৯ হইতে ৩০/০৬/২০২৪)	১৯৫৪৮০.৫৯	৬০.৮২%	৪৯.৫০%
40.	ডিপিডিসি	ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	(০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২৩)	৬৭৮৬৩.৮৩	৫৪.৭৯%	২৫.০০%
41.		ডিপিডিসির আওতায় ঢাকার কাওরানবাজারে ভূ-গর্ভস্থ উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প,	(০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২৩)	৯৫০৩৯.৫৩	৬.০১৯%	৬.০০%
42.		ডিপিডিসির আওতাধীন এলাকায় উপকেন্দ্র নির্মাণ ও পুনর্বাসন, বিদ্যুৎ	(০১/০৭/২০২০ হইতে ৩০/০৬/২০২৩)	১৪৫৪০৪.৭৭	৫.০৯%	১১.০০%

ক্র: নং	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
		ব্যবস্থায় ক্যাপাসিটির স্থাপন				
43.	ডেসকো	কম্পট্রাকশন অব ১৩২/৩৩/১১ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড গ্রীড সাব স্টেশন এ্যাট গুলশান ইন ঢাকা,	(০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২৩)	৯৫০৯৭.৩৩	৬.৮৪%	৭.৭৫%
44.		ডেসকো এলাকায় স্মার্ট প্রি-পেমেণ্ট মিটার সরবরাহ ও স্থাপন প্রকল্প,	(০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২৪)	১৮৫৭৩.৯৯	২.০৩%	৭.০০%
45.		ঢাকাস্থ ডেসকো এলাকায় বৈদ্যুতিক অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ,	(০১/০৪/২০২২ হইতে ৩১/০৩/২০২৬)	২২৭২৪৭.৭৩	০.০৪%	০.০০%
46.	পাওয়ার সেল	টিএ ফর স্ট্রেনদেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব সাসটেইনেবল পাওয়ার সেক্টর ইন বাংলাদেশ,	(০১/০৭/২০২০ হইতে ৩০/০৬/২০২৫)	১২৮২৫.০০	১৩.৩১%	৩০.০০%
47.	ওজোপাডিকো	ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশন প্রকল্প (২য় সংশোধন),	(০১/০৭/২০১৬ হইতে ৩০/০৬/২০২৪)	১৬৭৪৭০.২৯	৭১.৪১%	৫৮.৭৫%
48.		ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো) এলাকার জন্য স্মার্ট প্রি-পেমেণ্ট মিটারিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	(০১/০৭/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২)	৪২০৮৪.০৭	৭৮.১৭%	৮৭.১৫%
49.		ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পরিবর্ধন প্রকল্প,	(০১/০৭/২০১৭ হইতে ৩০/০৬/২০২৪)	১০৯৩৩৪.৬২	৭৫.০৫%	৭৪.১৬%
50.		মডার্নাইজেশন অব পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন-স্মার্ট গ্রীডস ফেজ ১,	(০১/০৭/২০২২ হইতে ৩১/১২/২০২৬)	১০৬৭২৩.৯৩	০.০৭%	০.০০%
51.	নওপাজকো	রুপসা ৮০০ মেঃ ওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প,	(০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২৩)	৮৪৯৮৬৪.৭৩	৩৩.০০%	৫৪.২৯%
52.		লং টার্ম সার্ভিস এপ্রিমেণ্ট ফর ভেড়ামারা কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট,	(০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২৫)	৬৫২৪৯.১৪	৫৬.৩১%	৪৮.৭৩%
53.	ইজিসিবি	সোনাগাজী ৫০ মে:ও: সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প,	(০১/০৭/২০১৯ হইতে ৩০/০৬/২০২৩)	৭৫৭৩১.৯৯	৭০.৫৪%	২৯.২৫%
54.	এসপিসিএল	আশুগঞ্জ ৪০০ (+/-৫%) মেগাওয়াট কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (পূর্ব) নির্মাণ প্রকল্প,	(০১/০৭/২০১৫ হইতে ৩১/১২/২০২২)	২৯৩১৩৬.৩৯	৬১.৯৩%	৯৮.৭৮%
55.		পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ",	(০১/০১/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২৩)	৮১৩৮৯.৬২	৪৮.৬৫%	৩২.৪১%
56.	সিপিজিসিবিএল	মাতারবাড়ি ২৫৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত),	(০১/০৭/২০১৪ হইতে ৩১/১২/২০২৬)	৫১৮৫৪৮৭.৭২	৬২.৯৯%	৬১.২০%
57.		সিপিজিসিবিএল-সুমিতোমো ১২০০ মে:ও: আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম	(০১/০১/২০১৯ হইতে ৩০/০৬/২০২৩)	১২৭০০৮.৮৪	৭৭.৭৪%	৮০.২৩%
58.		৫০০-৬০০ মে:ও: এলএনজি বেইজড কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন এবং গ্যাস সঞ্চালন লাইন নির্মাণ,	(০১/১০/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২৩)	১৬৯৯২.৮৬	৭.৮৫%	২৮.১০%

ক্র: নং	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
59.		জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র,	(০১/০৯/২০২১ হইতে ৩১/০৮/২০২৪)	১৫১১৭৯.৩৬	০.০৯%	১.০০%
60.	আরপিসিএল	ময়মনসিংহ কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য ধনুয়া হতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প,	(১৯/০৭/২০২২ হইতে ৩০/০৬/২০২৫)	৫৫৩১৬.৪৮	১.৪০%	০.০০%
61.		জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বৃদ্ধি কার্যক্রমে অর্থায়ন প্রকল্প,	(০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২১)	৬৯২৮.০৪	৬৩.৮৩%	৪৭.০০%
62.	শ্রেডা	নবায়নযোগ্য জ্বালানির রিসোর্স এস্যাসেমেণ্ট ও পাইটিং বিষয়ক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প, (০১/০৭/২০২০ হইতে ৩০/০৬/২০২৪),	৩১৩২.৪০	৩১.১৪%	২১.০০%
63.	বি আর পাওয়ার জেন	মিরসরাই ১৫০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প,	(০১/০৭/২০১৭ হইতে ৩০/০৬/২০২৩)	১০৬৮১৯.৭৪	৯০.২৪%	৯৮.৮৫%
64.		রাজশাহী বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প,)	(০১/০১/২০১৯ হইতে ৩০/০৬/২০২৩)	১০৯১৩২.০৪	৪৮.২৮%	৪৬.০০%
65.		রংপুর বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প	(০১/০১/২০১৯ হইতে ৩০/০৬/২০২৩)	১১২৩৮৫.৮৬	৫৬.৯৪%	৫৮.৪৮%
66.	নেসকো	রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে নেসকো'র আওতাধীন এলাকায় স্মার্ট প্রি-পেমেণ্ট মিটার স্থাপন,	০১/০৭/২০২২ হইতে ৩০/০৬/২০২৫)	-	-	-
67.		নেসকো এলাকায় Smart Distribution System বাস্তবায়ন প্রকল্প,	(০১/০৭/২০২২ হইতে ৩০/০৬/২০২৫)	-	-	-

৩.৩ প্রকল্পের বছরভিত্তিক অগ্রগতি পর্যালোচনা:

উপরোক্ত সারণী থেকে তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক নিম্নের সারণীতে বছরভিত্তিক প্রকল্পের অগ্রগতি দেখানো হলো:

প্রকল্পের অতিক্রান্ত মেয়াদ	ভৌত অগ্রগতি (%)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১ম বছর	-	-
১১ মাস	০%	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)
১১ মাস	০%	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)
১১ মাস	০%	ওজোপাড়িকো
১১ মাস	০%	আরপিসিএল
২য় বছর	৩৫%	পিজিসিবি
	১০%	পিডিবি
	৩%	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)
	২%	পিজিসিবি
৩য় বছর	৬৭%	পিডিবি
	৩০%	পাওয়ারসেল
	২১%	শ্রেডা
	১১%	ডিপিডিসি

প্রকল্পের অতিক্রান্ত মেয়াদ	ভৌত অগ্রগতি (%)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৪র্থ বছর	২৯%	ইজিসিবি
	১৯%	পিজিসিবি
	১৮%	পিজিসিবি
	৮%	পিজিসিবি
৫ম বছর	৮০%	কোল পাওয়ার
	৬০%	পিডিবি
	৫৪%	নওপাজিকো
	৫০%	ডিপিডিসি
	৪৮%	নওপাজিকো
	৪৭%	শ্রেডা
	৩৪%	পিজিসিবি
	৩২%	এএসপিসিএল
	৩০%	পিডিবি
	৩০%	আরইবি
	২৮%	কোল পাওয়ার
	২৫%	ডিপিডিসি
	৮%	ডেসকো
	৭%	ডেসকো
	৬%	ডিপিডিসি
	৬ষ্ঠ বছর	১০০%
১০০%		পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)
৯৯%		বি আরপাওয়ার
৯৮%		এএসপিসিএল
৮৭%		ওজোপাডিকো
৭৪%		পিজিসিবি
৭৪%		ওজোপাডিকো
৭৩%		পিডিবি
৭০%		বিদ্যুৎবিভাগ
৭০%		পিডিবি
৫৮%		নেসকো
৫১%		পিজিসিবি
৪৬%		নেসকো
৪৩%		পিজিসিবি
৩৮%	পিজিসিবি	
৭ম বছর	৯৯%	পিজিসিবি
	৯৪%	পিডিবি
	৮৫%	পিজিসিবি
	৮০%	পিজিসিবি
	৭১%	পিডিবি
	৫৮%	ওজোপাডিকো

প্রকল্পের অতিক্রান্ত মেয়াদ	ভৌত অগ্রগতি (%)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
	৪৭%	পিজিসিবি
	৪০%	পিজিসিবি
	৩০%	ডিপিডিসি
	১০%	পিজিসিবি
৮ম বছর	৯৫%	পিডিবি
	৯৩%	পিডিবি
৯ম বছর	৬৫%	পিডিবি
	৬১%	পিডিবি
১০ম বছর	৮৪%	পিজিসিবি
	৩০%	পিডিবি
	২২%	ডিপিডিসি

উপরোক্ত সারণী পর্যালোচনায় দেখা যায় ১ম বছরে প্রকল্পসমূহের কোন অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। দ্বিতীয় বছরে পিজিসিবি'র ১টি প্রকল্প (৩০%) ব্যতিত অন্যান্য প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। ৩য় বছরে পিডিবি'র ১টি প্রকল্প (৬০%) ও পাওয়ার সেল এর ১টি প্রকল্প (৩০%) ব্যতিত অন্যান্য প্রকল্পের অগ্রগতি অত্যন্ত কম। প্রকল্পের ৪র্থ বছরে গিয়েও ইজিসিবি ও পিজিসিবি'র ৪টি প্রকল্পের অগ্রগতি ৩০% এর কম যা সন্তোষজনক নয়।

৫ম বছরে ডেসকো ও ডিপিডিসি'র ৩টি প্রকল্পের অগ্রগতি ১০% এর কম যা অত্যন্ত অসন্তোষজনক। ৬ষ্ঠ বছরে আরইবি'র ২টি প্রকল্প ১০০% সমাপ্ত করলেও অন্যান্য অনেক প্রকল্পের অগ্রগতি অসন্তোষজনক। ৭ম বছরে পিজিসিবি'র ১টি প্রকল্পের অগ্রগতি মাত্র ১০%। ১০ম বছরে পদার্পণ করেও কোন প্রকল্পের অগ্রগতি ৩০% এর কম (পিডিবি'র ১টি ও ডিপিডিসি'র ১টি) গ্রহণযোগ্য নয়।

সংস্খাভিত্তিক অগ্রগতির ক্রমতালিকা:

প্রকল্পের অতিক্রান্ত মেয়াদ	ভৌত অগ্রগতি %	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১ম বছর		
৬ষ্ঠ বছর	১০০	আরইবি
৬ষ্ঠ বছর	১০০	আরইবি
৬ষ্ঠ বছর	৯৯	বি আর পাওয়ার
৭ম বছর	৯৯	পিজিসিবি
৬ষ্ঠ বছর	৯৮	এএসপিসিএল
৮ম বছর	৯৫	পিডিবি
৭ম বছর	৯৪	পিডিবি
৮ম বছর	৯৩	পিডিবি
৬ষ্ঠ বছর	৮৭	ওজোপাড়িকো
৭ম বছর	৮৫	পিজিসিবি
১০ম বছর	৮৪	পিজিসিবি
৫ম বছর	৮০	কোল পাওয়ার
৭ম বছর	৮০	পিজিসিবি
৬ষ্ঠ বছর	৭৪	পিজিসিবি
৬ষ্ঠ বছর	৭৪	ওজোপাড়িকো
৬ষ্ঠ বছর	৭৩	পিডিবি
৭ম বছর	৭১	পিডিবি
৬ষ্ঠ বছর	৭০	বিদ্যুৎ বিভাগ
৬ষ্ঠ বছর	৭০	পিডিবি
৩য় বছর	৬৭	পিডিবি
৯ম বছর	৬৫	পিডিবি
৯ম বছর	৬১	পিডিবি
৫ম বছর	৬০	পিডিবি
৬ষ্ঠ বছর	৫৮	নেসকো
৭ম বছর	৫৮	ওজোপাড়িকো
৫ম বছর	৫৪	নওপাড়িকো
৬ষ্ঠ বছর	৫১	পিজিসিবি
৫ম বছর	৫০	ডিপিডিসি
৫ম বছর	৪৮	নওপাড়িকো
৫ম বছর	৪৭	শ্রেডা
৭ম বছর	৪৭	পিজিসিবি
৬ষ্ঠ বছর	৪৬	নেসকো
৬ষ্ঠ বছর	৪৩	পিজিসিবি
৭ম বছর	৪০	পিজিসিবি
৬ষ্ঠ বছর	৩৮	পিজিসিবি
২য় বছর	৩৫	পিজিসিবি
৫ম বছর	৩৪	পিজিসিবি
৫ম বছর	৩২	এএসপিসিএল
৩য় বছর	৩০	পাওয়ারসেল

৩য় বছর		৩০	পাওয়ারসেল
৫ম বছর		৩০	পিডিবি
৫ম বছর		৩০	আরইবি
৭ম বছর		৩০	ডিপিডিসি
১০ম বছর		৩০	পিডিবি
৪র্থ বছর		২৯	ইজিসিবি
৫ম বছর		২৮	কোল পাওয়ার
৫ম বছর		২৫	ডিপিডিসি
১০ম বছর		২২	ডিপিডিসি
৩য় বছর		২১	শ্রেডা
৪র্থ বছর		১৯	পিজিসিবি
৪র্থ বছর		১৮	পিজিসিবি
৩য় বছর		১১	ডিপিডিসি
২য় বছর		১০	পিডিবি
৭ম বছর		১০	পিজিসিবি
৪র্থ বছর		৮	পিজিসিবি
৫ম বছর		৮	ডেসকো
৫ম বছর		৭	ডেসকো
৫ম বছর		৬	ডিপিডিসি
২য় বছর		৩	আরইবি
২য় বছর		২	পিজিসিবি
	১১মাস	০	পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড
	১১মাস	০	পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড
	১১মাস	০	ওজোপাডিকো
	১১মাস	০	আরপিসিএল

বিদ্যুৎ বিভাগের বিভিন্ন সংস্থায় গৃহীত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাভিত্তিক বিশ্লেষণ:

ক্র. নং	সংস্থা	শ্রেণি ব্যবধান (বছর)	ঘটন সংখ্যা	মোট প্রকল্প সংখ্যা	শতকরা হার	অগ্রগতি		মন্তব্য
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১.	বিদ্যুৎ বিভাগ (নিজস্ব)	০-৩	-	১	১০০%	৬৭.১৭%	৭০%	প্রকল্পের কার্যক্রম পাঁচ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও প্রকল্পটির আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়।
		৪-৬	১					
		৭-৯	-					
		১০-১২	-					
২.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	০-৩	২	১২	১৭%	৪০.৫২%	৩৩.৫০%	তিনটি প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতি ৮০% এর অধিক। পক্ষান্তরে একটি প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ০.১২% ও বাস্তব অগ্রগতি ০%।
		৪-৬	২		১৭%	৫৬.৫৪%	৬৬.৭৬%	
		৭-৯	৭		৫৯%	৬৪.৪১%	৭৪%	
		১০-১২	১		৯%	১৬.২৯%	৩০.৮৬%	
৩.	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	০-৩	-	৬	১০০%	৪২%	৩৮%	দুইটি প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ১০০%। আবার অন্য দুইটি প্রকল্পের আর্থিক
		৪-৬	৬					
		৭-৯	-					

		১০-১২	-					অগ্রগতি যথাক্রমে .০১% ও ২৫.২৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ০%।					
৪.	পিজিসিবি	০-৩	২	১৭				১২%	১.৫%	১৯%	চারটি প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৭০% এর অধিক এবং পাঁচটি প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১০% এর নীচে। পাঁচটি প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৭০% এর অধিক এবং তিনটি প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০% এর নীচে বিরাজমান।		
		৪-৬	৬					৩৬%	৪৮%	৫০%			
		৭-৯	৮					৪৭%	৪২%	৫১%			
		১০-১২	১					৬%	৭০.৬১%	৮৪.০২%			
৫.	ডিপিডিসি	০-৩	১	৬				১৭%	৫.০৯%	১১%	দুইটি প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫০% এর অধিক এবং একটি প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৫০%। তিনটি প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ২০% এর নীচে এবং দুটি প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ২০% নীচে বিরাজমান।		
		৪-৬	৩					৫০%	৪০%	২৭%			
		৭-৯	১					১৭%	৩৪.৬২%	৩০.১২%			
		১০-১২	১					১৭%	১৭.৯৬%	২২.৮৪%			
৬.	ডেসকো	০-৩	-	৩				১০০%	২%	৫%	পাঁচ বছর ছয় মাসে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি খুবই কম। বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রেক্ষিতে এট স্পষ্ট যে, প্রকল্প তিনটি তে তেমন কোন কাজ হয়নি।		
		৪-৬	৩										
		৭-৯	-										
		১০-১২	-										
ক্র. নং	সংস্থা	শ্রেণি ব্যবধান (বছর)	ঘটন সংখ্যা	মোট প্রকল্প সংখ্যা	শতকরা হার	অগ্রগতি		মন্তব্য					
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)						
৭.	পাওয়ার সেল	০-৩	-	১	১০০%			১৩.৩১%	৩০%	পাঁচ বছরে বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি অত্যন্ত শোচনীয় পর্যায়ে রয়েছে।			
		৪-৬	১										
		৭-৯	-										
		১০-১২	-										
৮.	ওজোপাডিকো	০-৩	-	৪						তিনটি প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ও দুইটি প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি গড়ে ৭৫% এর অধিক। প্রায় পাঁচ বছরে একটি প্রকল্পের কোন কাজ হয়নি।			
		৪-৬	২								৫০%	৩৯.৫%	৪৪%
		৭-৯	২								৫০%	৭৩%	৭১%
		১০-১২	-								-	-	-
৯.	নওপাজকো	০-৩	-	২						পাঁচ বছরের অধিক কাল অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রকল্প দুইটির অগ্রগতি আদৌ আশানুরূপ নয়।			
		৪-৬	১								৫০%	৩৩%	৫৪.২৯%
		৭-৯	১								৫০%	৫৬.৩১%	৪৮.৭৩%
		১০-১২	-								-	-	-
১০.	ইজিসিবি	০-৩	-	১	১০০%				৭০.৫৪%	২৯.২৫%	আর্থিক অগ্রগতির তুলনায় বাস্তব অগ্রগতি খুবই কম। কাজ সম্পন্ন করার পূর্বেই ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।		
		৪-৬	১										
		৭-৯	-										
		১০-১২	-										
১১.	এসপিসিএল	০-৩	-								পাঁচ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও একটি প্রকল্পের অগ্রগতি খুবই		
		৪-৬	১									৫০%	৪৮.৬৫%

ক্র. নং	সংস্থা	শ্রেণি ব্যবধান (বছর)	ঘটন সংখ্যা	মোট প্রকল্প সংখ্যা	শতকরা হার	অগ্রগতি		মন্তব্য
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
				২		%	%	হতাশাব্যঞ্জক। পক্ষান্তরে অপর প্রকল্পটি সাত বছরের অধিক কাল সময়ে আর্থিক অগ্রগতি বাস্তব অগ্রগতির তুলনায় খুবই কম। বিষয়টি খতিয়ে দেখা যেতে পারে।
		৭-৯	১		৫০%	৬১.৯৩%	৯৮.৭৮%	
		১০-১২	-		-	-	-	
১২	সিপিজিসিবি এ	০-৩		৩	-	-		চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও একটি প্রকল্পের অগ্রগতি খুবই কম (আর্থিক অগ্রগতি ৭.৮৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২৮.১০%)। আবার মাতারবাড়ী ফাষ্টট্রাক প্রকল্পটি বার বছর পাঁচ মাসের অগ্রগতি আশানুরূপ নয়।
		৪-৬	২		৬৬.৬৬%	৪২%	৫৫%	
		৭-৯	-		-	-	-	
		১০-১২	১		৩৩.৩৩%	৬২.৯৯%	৬১.২০%	
ক্র. নং	সংস্থা	শ্রেণি ব্যবধান (বছর)	ঘটন সংখ্যা	মোট প্রকল্প সংখ্যা	শতকরা হার	অগ্রগতি		মন্তব্য
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১৩	আরপিসিএল	০-৩	-	২	১০০%	০.৭৫%	০.৫%	প্রকল্প দুইটি তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোন ধরনের অগ্রগতি হয়নি। যা খুবই হতাশাব্যঞ্জক।
		৪-৬	২					
		৭-৯	-					
		১০-১২	-					
১৪	শ্রেডা	০-৩	-	২	১০০%	৪৭.৫%	৩৪%	অগ্রগতি আদৌ সন্তোষজনক নয়।
		৪-৬	২					
		৭-৯	-					
		১০-১২	-					
১৫.	বিআর পাওয়ার জেন	০-৩		১	১০০%	৯০.২৪%	৯৮.৮৫%	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম প্রায় শেষের দিকে।
		৪-৬	১					
		৭-৯						
		১০-১২						
১৬.	নেসকো	০-৩	২	৪	৫০%	০%	০%	প্রকল্পের মেয়াদ তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও দুইটি প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়নি এবং অপর দুইটি প্রকল্পের অগ্রগতি আশানুরূপ নয়।
		৪-৬	২		৫০%	৫২%	৫২%	
		৭-৯	-		-	-	-	
		১০-১২	-		-	-	-	

পর্যালোচনা

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত ১২টি প্রকল্পের মধ্যে ৭টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ইতোমধ্যে ৭ থেকে ৯ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্পসমূহে গড় আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৬৪.৪১% ও ৭৪%, যা আশানুরূপ নহে। আবার গৃহীত ১৭% প্রকল্পের মেয়াদকাল ইতোমধ্যে ৪ থেকে ৬ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে গড়ে আর্থিক অগ্রগতি ৫৬.৫৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৬.৭৬%, যা প্রকল্প বাস্তবায়নে হতাশার বার্তা বহন করে। পক্ষান্তরে

একটি প্রকল্প দশ বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যৎসামান্য অগ্রগতি (আর্থিক অগ্রগতি ১৬.২৯% ও বাস্তব অগ্রগতি ৩০.৮৬%) সাধিত হয়েছে।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত ৬টি প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ইতোমধ্যে ৪ থেকে ৬ বছরের মধ্যে বিরাজমান। এক্ষেত্রে প্রকল্পসমূহের গড় আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৪২% ও ৪৮%, যা খুবই হতাশাব্যঞ্জক।

পিজিসিবি কর্তৃক গৃহীত ১৭টি প্রকল্পের মধ্যে ৮টি (৪৭%) প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ৭ থেকে ৯ বছরের ভিতর বিরাজমান এবং এ প্রকল্পসমূহের গড় আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৪২% ও ৫১%। অপরদিকে ৬টি (৩৬%) প্রকল্পে বাস্তবায়ন সময় ৪ থেকে ৬ বছরের মধ্যে। এক্ষেত্রে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৪৮% ও ৫০%, যা খুবই হতাশাব্যঞ্জক।

ডিপিডিসি কর্তৃক গৃহীত ৬টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টি (৫০%) প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ইতোমধ্যে ৪ বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে গড় আর্থিক অগ্রগতি ৪০% ও বাস্তব অগ্রগতি ২৭%। আর্থিক অগ্রগতির তুলনায় বাস্তব অগ্রগতি খুবই কম হয়েছে। এমতাবস্থায় কাজ সম্পন্ন করার আগেই ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। আবার ১টি প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ১০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে যথাক্রমে ১৭.৯৬% ও ২২.৮৪%।

ডেসকো কর্তৃক গৃহীত ৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ইতোমধ্যে ৪ থেকে ৬ বছরের মধ্যে বিরাজমান। এক্ষেত্রে প্রকল্পসমূহের গড় আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ২% ও ৫%, যা খুবই হতাশাব্যঞ্জক বার্তা বহন করে। ৪ বছরের অধিককাল সময়ে পাওয়ার সেল কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ১৩.৩১% ও বাস্তব অগ্রগতি ৩০%, যা শোচনীয় অবস্থার নামান্তর।

ওজোপাডিকোয় চলমান ৪টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্পের মেয়াদকাল ৪ থেকে ৬ বছর ও অন্য ২টি প্রকল্পের মেয়াদকাল ৭ থেকে ৯ বছরের মধ্যে বিরাজমান। দু'টি ক্ষেত্রেই বাস্তবায়ন অগ্রগতি আশানুরূপ নহে। নওপাজকোর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিরাজমান।

ইজিসিবি সংস্থায় বাস্তবায়নকৃত ১টি প্রকল্প ৪ বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতি ৭০.৫৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২৯.২৯%। অগ্রগতি পরিদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, কাজ সম্পন্নের পূর্বেই ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে এসপিসিএল, সিপিজিসিবিএ ও স্রেডা কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অবস্থাও তথৈবচ। আরপিসিএল সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় রয়েছে। বিআর পাওয়ার জেন সংস্থায় বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কার্যক্রম প্রায় শেষের দিকে। নেসকো কর্তৃক গৃহীত ৪টি প্রকল্পের মধ্যে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ২টি প্রকল্প এখনও আলোর মুখ দেখেনি। অপর ২টি প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ৪ থেকে ৬ বছরের মধ্যে বিরাজমান। কিন্তু আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি কোন মতেই আশানুরূপ নহে।

সার্বিকভাবে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তরসমূহের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আশাপ্রদ নয়।

৩.৪ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রকল্পসমূহ:

বিদ্যুৎ বিভাগের বিভিন্ন জোনভিত্তিক প্রকল্পসমূহ এবং তাদের সক্ষমতা নিম্নরূপ:

BPDB Daily Generation Report of 06/06/2023 Dhaka Zone

SL No.	Name of Power Station	Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
1	Ghorashal Repowered	260.00	260.00	0.00	0.00

SL No.	Name of Power Station	Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
	CCPP Unit 3 (GT)				
2	Ghorasal Repowered CCPP UNIT-4	210.00	180.00	130.00	119.00
3	b) Ghorasal TPP Unit 5	210.00	190.00	180.00	180.00
4	Ghorashal 365 MW CCPP Unit -7	365.00	365.00	0.00	0.00
5	Ghorashal 108 MW PP (Regent)	108.00	108.00	22.00	12.00
6	Tongi 80 MW GT PP	105.00	105.00	40.00	40.00
7	Horipur GT PP	32.00	20.00	0.00	0.00
8	Horippur 360 MW CCPP (HPL)	360.00	360.00	322.00	332.00
9	Meghnaghat 450 MW CCPP (MPL)	450.00	450.00	450.00	450.00
10	210 MW Shiddirganj TPP	210.00	115.00	0.00	0.00
11	Horipur 412 MW CCPP	412.00	412.00	403.00	402.00
12	Siddirganj 2*120 MW GTPP	210.00	210.00	190.00	191.00
13	Siddhirganj CCPP 335 MW	335.00	335.00	208.00	210.00
14	Meghnaghat CCPP (Summit)	335.00	335.00	275.00	281.00
15	Madanganj-55 MW PP (Summit)	55.00	55.00	30.00	0.00
16	Gagnagar102 MW PP (Digital Power)	102.00	102.00	8.00	8.00
17	Narshingdi 22 MW PP(Doreen)	22.00	22.00	15.00	15.00
18	Summit Power (Madhbdi+ Ashulia)	80.00	80.00	43.00	46.00
19	Maona 33 MW PP(Summit)	33.00	33.00	33.00	33.00
20	Rupganj 33 MW	33.00	33.00	29.00	30.00

SL No.	Name of Power Station	Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
	PP(Summit)				
21	Gazipur 52 MW PP	52.00	52.00	16.00	0.00
22	Gazipur 100 MW PP	105.00	105.00	100.00	98.00
23	Kodda 150 Power Plant	149.00	149.00	82.00	145.00
24	Kamalaghat 54 MW PP (Banco Energy)	54.00	54.00	0.00	17.00
25	Kodda 300 MW PP Unit-2 (Summit)	300.00	300.00	47.00	147.00
26	Kodda 149 MW PP Unit-1(Summit)	149.00	149.00	17.00	149.00
27	Keranigonj 300 MW PP (ARP)	300.00	300.00	55.00	253.00
28	Bramhangoan 100MW PP (Aggreko)	100.00	100.00	0.00	0.00
29	Aurahati 100 mw PP (Agreeko)	100.00	100.00	90.00	93.00
30	Nababganj 55 MW PP (Southern) Power	55.00	55.00	35.00	35.00
31	Manikganj 55 MW PP (Northen)	55.00	55.00	17.00	55.00
32	Meghnaghat 104 MW	104.00	104.00	17.00	17.00
33	Manikgonj 162MW PP (MPGL)	162.00	162.00	17.00	54.00
34	Manikgonj 35 Mw Solar PP (Inspect)	35.00	35.00	31.00	0.00
35	Kanchan Purbachal Power Generation	55.00	55.00	17.00	34.00
36	Siddhirganj 100 PP (Dutch Bangla)	100.00	100.00	16.00	25.00
37	Meghnaghat 100 MW (IEL)	100.00	100.00	17.00	24.00
38	Madanganj 102 PP (Summit)	102.00	102.00	80.00	94.00
39	Keraniganj 100 MW	100.00	20.00	0.00	0.00

SL No.	Name of Power Station	Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
	PP(Powerpac) 100 MW				
Total		6104	5867	3032	3589

Chittagong Zone

SL No.	Name of Power Station	Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
1	Karnaphuli Hydro PP Unit-1,2,3,4,5	230.00	230.00	25.00	25.00
2	Chattogram Tpp:Unit-1	210.00	180.00	100.00	120.00
3	Chattogram Tpp:Unit-2	210.00	180.00	0.00	0.00
4	Kaptai 7 MW Solar PP	7.00	7.00	5.00	0.00
5	Raozan 25 MW PP	25.00	25.00	8.00	16.00
6	Teknaf 20 MW PP Solartech	20.00	20.00	19.00	0.00
7	Patenga 50 MW PP(Baraka)	50.00	50.00	15.00	0.00
8	Sikalbaha 105 MW PP(Baraka Sik)	105.00	105.00	51.00	68.00
9	b) Shikalbaha Peaking (GT)	150.00	150.00	0.00	0.00
10	Shikalbaha 225 MW CCPP	225.00	225.00	219.00	227.00
11	Anwara 300 MW PP (United)	300.00	300.00	69.00	300.00
12	Juldah 100 MW PP Unit-3(Acorn)	100.00	100.00	38.00	90.00
13	Dohazari Kalaish 100 MW PP	102.00	102.00	48.00	51.00
14	Hathazari 100 MW Peaking pp	98.00	98.00	24.00	59.00
15	Barabkunda 22 MW PP (Regent)	22.00	22.00	7.00	9.00

SL No.	Name of Power Station	Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
16	Malancha, Ctg.EPZ (United)	0.00	0.00	2.00	25.00
17	Chittagong 108 MW PP ECPV	108.00	108.00	0.00	0.00
18	Sikalbaha 54 MW Power Plant (Jodioc Power)	54.00	54.00	17.00	17.00
19	Karnaphuli Power Ltd.	110.00	110.00	54.00	74.00
20	Juldah Unit-2 (Acorn)	100.00	100.00	38.00	88.00
21	Juldah 100 MW Unit-1 (Acorn)	100.00	100.00	44.00	44.00
22	Chattogram 116MW PP (Anlima Energy Ltd.)	116.00	116.00	17.00	68.00
23	SS Power Unit-1	0.00	0.00	315.00	290.00
24	Mirsharai 150MW	163.00	163.00	72.00	163.00
25	Coxs Bazar wind pp	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		2605	2545	1187	1734

Comilla Zone

SL No.	Name of Power Station	Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
1	ASHUGONJ 50 MW	53.00	45.00	33.00	38.00
2	c) Ashuganj CCPP-225MW	221.00	221.00	202.00	196.00
3	Asuganj 450 MW CCPP South	360.00	360.00	305.00	305.00
4	Asuganj 450 MW CCPP NORTH	360.00	360.00	310.00	305.00
5	Ashuganj 420 MW CCPP(East) GT	400.00	400.00	0.00	0.00
6	Asuganj 195 MW PP (APACL united)	195.00	195.00	138.00	86.00
7	Ashuganj 51 MW PP (Midland)	51.00	51.00	51.00	51.00

SL No.	Name of Power Station	Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
8	Ashuganj 150 MW PP midland	150.00	150.00	32.00	118.00
9	Titas 50 MW PP (Dautkandi)	52.00	52.00	39.00	46.00
10	Chandpur 150 MW CCPPP	163.00	163.00	0.00	0.00
11	Chandpur 200 MW Desh Energy	200.00	200.00	51.00	103.00
12	Feni 22 MW (Doreen)	22.00	22.00	17.00	0.00
13	Feni, 11 MW PP (Doreen)	11.00	11.00	8.00	0.00
14	Jangalia 33 MW PP (Summit)	33.00	33.00	25.00	25.00
15	Jangalia 52 MW PP (Lakdamavi)	52.00	52.00	34.00	33.00
16	Comilla 25 MW PP Summit	25.00	25.00	20.00	20.00
17	Fani 114MW Power Plant(Lakdam)	114.00	114.00	98.00	98.00
18	Chowmuhani 113MW	113.00	113.00	28.00	77.00
19	Bhairav 54MW PP	54.00	54.00	35.00	35.00
20	Chandpur 115MW PP (Dorren)	115.00	115.00	36.00	95.00
21	Import India(Tripura)	160.00	160.00	148.00	140.00
Total		2904	2896	1610	1771

Mymensigh Zone

SL No.	Name of Power Station	Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
1	RPCL, 210 MW CCPP, Mymensingh	210.00	202.00	30.00	95.00
2	Tangail 22 MW pp	22.00	22.00	16.00	16.00

SL No.	Name of Power Station	Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
	(Doreen)				
3	Jamalpur 115 MW PP (United)	115.00	115.00	18.00	84.00
4	Mymenshingh 200 mwpp (United)	200.00	200.00	68.00	88.00
5	Sarishabari 3 MW Solar Plant	3.00	3.00	2.00	0.00
6	Sutiakhali 50 MW Solar PP	50.00	50.00	49.00	0.00
7	Tangail 22 MW PP (Palli Power Gen)	22.00	22.00	12.00	12.00
Total		622	614	195	295

Sylhet Zone

SL No.	Name of Power Station	Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
1	Fenchuganj CCPP-1 (Gas)	97.00	70.00	42.00	43.00
2	Fenchuganj CCPP-2(New)	104.00	90.00	39.00	39.00
3	Fenchuganj 51 MW (Barakatullah)	51.00	51.00	46.00	50.00
4	Kushiara 163 MW Fenchugonj	163.00	163.00	112.00	112.00
5	Hobiganj 11 MW (Confidence-EP)	11.00	11.00	5.00	5.00
6	Shajibazar GT Unit-8, 9	70.00	66.00	55.00	55.00
7	Shajibazar 330 MW	330.00	330.00	0.00	0.00
8	Shajibazar 86 MW(Shajibazar)	86.00	86.00	73.00	75.00
9	Sylhet 225MW CCPP	231.00	231.00	176.00	169.00
10	Sylhet 20MW GT	20.00	20.00	0.00	0.00

SL No.	Name of Power Station	Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
11	Sylhet 10 MW (Desh)	10.00	10.00	10.00	10.00
12	Shahjahanulla 25mw	25.00	25.00	16.00	16.00
13	Bibiana 341 MW CCPP(Summit)	341.00	341.00	275.00	290.00
14	Bibiana-3 CCPP 400 MW	400.00	400.00	367.00	404.00
15	Bibiyana South 383MW CCPP	383.00	383.00	255.00	256.00
16	Shahjibazar 100 MW GTPP	100.00	100.00	0.00	0.00
17	Fenchuganj 44 MW (Energyprima)	50.00	50.00	45.00	47.00
Total		2472	2427	1516	1571

Khulna Zone

SL No.	Name of Power Station	Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
1	Bheramara GT (Unit-3)	20.00	16.00	0.00	0.00
2	Bherama 410 MW CCPP	410.00	410.00	130.00	115.00
3	Faridpur 50 MW Peaking PP	54.00	54.00	17.00	26.00
4	Gopalganj 100 MW Peaking PP	109.00	109.00	17.00	70.00
5	Khulna 225 MW CCPP	230.00	230.00	175.00	225.00
6	Rupsha 105 MW orion rupsha	105.00	105.00	17.00	36.00
7	Modhumati Power Plant	105.00	105.00	0.00	0.00
8	Mongla Orion 100 MW Solar PP	100.00	100.00	98.00	0.00
9	Khulna 115 PP MW (KPCL-2)	115.00	115.00	30.00	61.00
10	Noapara 40 MWPP	40.00	40.00	8.00	40.00

SL No.	Name of Power Station	Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
	(KhanjahanAli)				
11	Maitree Super Thermal 1320 MW PP (Unit-1)	617.00	617.00	371.00	374.00
12	Khulna 330 MW CCPP	0.00	0.00	228.00	230.00
13	Bheramara HVDC Interconnector	1000.00	1000.00	908.00	815.00
Total		2905	2901	1999	1992

Barisal Zone

SL No.	Name of Power Station	Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
1	Barisal 110MWPP (Summit)	110.00	110.00	48.00	64.00
2	Bhola 33MW PP Venture	40.00	40.00	23.00	33.00
3	Bhola 225 MW CCPP	194.00	194.00	166.00	170.00
4	Payra 1320 MW TPP Unit-1	1244.00	1244.00	100.00	0.00
5	Potuakhali 150MW PP (UPPL)	150.00	150.00	17.00	150.00
6	Bhola 220 MW CCPP (Nutan Biddut BD Ltd)	220.00	220.00	150.00	306.00
7	Barishal Electric 307 MW	307.00	307.00	0.00	0.00
Total		2265	2265	504	723

Rajshahi Zone

SL No.	Name of Power Station	Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
1	a)Baghabari 71	71.00	71.00	0.00	0.00

SL No.	Name of Power Station	Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
	MWGTPP				
2	a)Baghabari 100 MWGTPP	100.00	100.00	0.00	0.00
3	Baghabari 50 MWPP Peaking	52.00	52.00	28.00	28.00
4	Baghabari 200 MWPP Peaking (Paramount)	200.00	200.00	0.00	0.00
5	Bera 70 MW Peaking	71.00	71.00	20.00	20.00
6	Chapainawabgonj 100 MW	104.00	104.00	35.00	90.00
7	Katakhali 50 MW (Peaking)PP	50.00	50.00	0.00	37.00
8	Khtakhali 50 MW PPP (Northern)	50.00	50.00	0.00	25.00
9	Santahar 50 MW PP Peaking	50.00	50.00	35.00	35.00
10	Sirajganj 225 MW CCPP Unit-1	210.00	210.00	160.00	155.00
11	Sirajganj , 225MW PP Unit-2	220.00	220.00	0.00	0.00
12	Sirajganj , 225MW PP Unit-3	220.00	220.00	137.00	140.00
13	Sirajgonj-400 MW CCPP Unit4	414.00	414.00	228.00	262.00
14	Bogra 22 MW PP GBB	22.00	22.00	14.00	20.00
15	Ullapara 11 MW PP (Summit)	11.00	11.00	8.00	8.00
16	Natore 52 MW PP (Rajlanka)	52.00	52.00	0.00	43.00
17	Bagura 113 MW PP (Confidence) Unit-1	113.00	113.00	35.00	55.00
18	Bogra 113MW PP(Confedence)-2	113.00	113.00	35.00	50.00
19	Amnura 50 MW PP	50.00	28.00	21.00	28.00

SL No.	Name of Power Station	Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
20	Sirajgonj 6.55 MW Solar Power Plant	6.00	6.00	4.00	0.00
21	Adani Power Jharkhanda Ltd	748.00	748.00	759.00	748.00
Total		2927	2905	1519	1744

Rangpur Zone

SL No.	Name of Power Station	Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
1	Barupukuria TPP Unit-1	125.00	85.00	0.00	5.00
2	Barapukuria TPP Unit-2	125.00	85.00	0.00	0.00
3	Barapukuria 275 MW TPP Unit-3	274.00	274.00	240.00	240.00
4	Rangpur 20 MW GTPP	20.00	20.00	0.00	16.00
5	Rangpur 113 MW PP(Confidence)Rangpur	113.00	113.00	34.00	56.00
6	Syedpur 20 MW GTPP	20.00	20.00	0.00	9.00
7	Majhipara Tetulia 8 Mw Solar pp (Sympa))	8.00	8.00	7.00	0.00
8	Thakurgaon 115 MW PP (Energypac)	115.00	115.00	35.00	114.00
9	Lalmonirhat 30 MW Solar (Intraco)	30.00	30.00	33.00	0.00
10	Teesta Solar Limited	200.00	200.00	188.00	0.00
Total		1030	950	537	440

Under long term maintenance

SL No.	Name of Power Station	Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
1	Ashuganj (Aggreko)	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Ashuganj TPP Unit-3	0.00	0.00	0.00	0.00

SL No.	Name of Power Station	Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
3	Ashugonj TPP Unit-4	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Ashugonj TPP Unit-5	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Bhola 95 MW (Agreeko)	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Khulna(KPCL-1)	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Ashugonj 55 MW (Precision)	55.00	0.00	0.00	0.00
8	Jamalpur 95 MW PP(Powerpac)	95.00	0.00	0.00	0.00
9	Ghorashal 78.5 MW PP (MAX)	0.00	0.00	0.00	0.00
10	B.Barua 68 MW	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Noapara 100 MW PP Bangla Track	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Bogra 20 MW PP (Energyprima)	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Sylhet 50 MW EPL	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Daudkandi 200 MW	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Bosila 108 Mw PP(CLC)	108.00	0.00	0.00	0.00
16	Katpotty 52 MW PP (Sinha)	51.00	0.00	0.00	0.00
Total		309	0	0	0

Summation of total Data

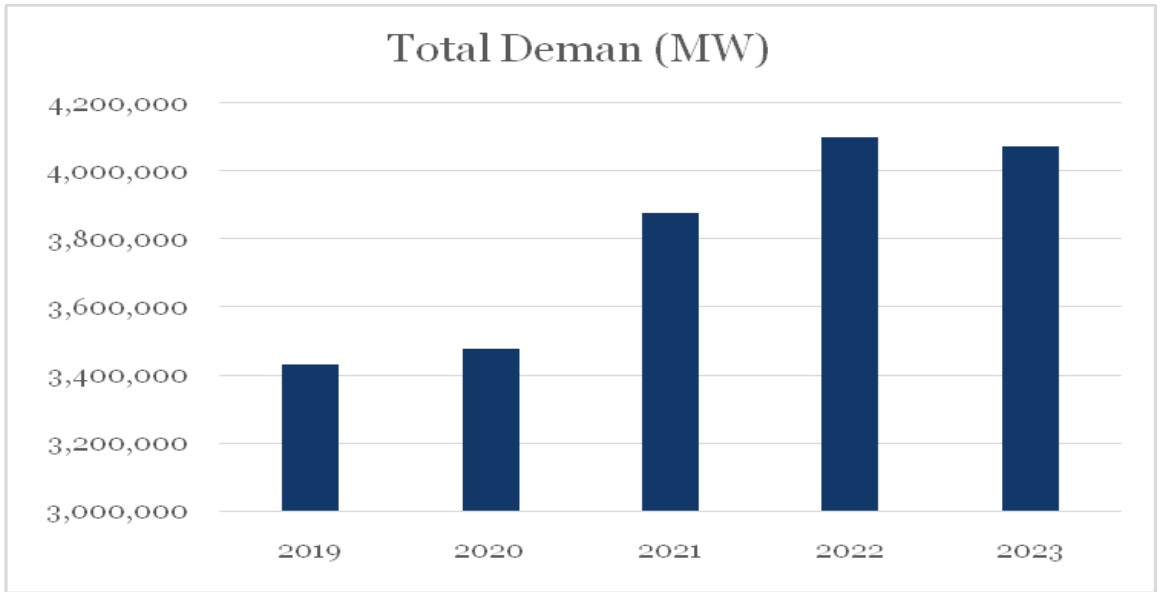
Installed Capacity	Derated Capacity	Actual Peak Day	Actual Peak Evening
24143.00	23370.00	12099.00	13859.00

উপরিউক্ত তথ্য সারণী বিশ্লেষণে দেখা যায় স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের মোট সক্ষমতার মাত্র ৫৬% বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এর কারণ হলো জ্বালানি হিসেবে ডিজেল ও কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে ইউনিট প্রতি বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ অত্যধিক বেশি হয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত মূল্যে বিদ্যুৎ কিনে গ্রাহকের নিকট সরবরাহ করতে গিয়ে সরকারকে

বিপুল পরিমাণ অর্থ ভর্তুকি হিসেবে ব্যয় করতে হয়। বৈশ্বিক মন্দা, করোনার ধকল ইত্যাদির কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর চাপ রয়েছে। তার উপর ভর্তুকি দিতে গিয়ে নতুন আর্থিক সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।

বিদ্যুতের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে তুলনায় বিদ্যুতের প্রাত্যহিক উৎপাদন কম হওয়াতে লোডশেডিং দিতে হয় যাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর বিরূপ প্রভাব না পড়ে। তবে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সঠিকভাবে Feasibility Study করা হলে অর্থাৎ নির্মিত Plan-সমূহে জালানি সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হলে বর্তমানে Plan-সমূহ বসিয়ে রেখে বিপুল ভর্তুকি দেয়ার প্রয়োজন হতো না।

নিম্নে বছরভিত্তিক বিদ্যুতের চাহিদা দেখানো হলো:



৩.৪.১ বিদ্যুৎ সঞ্চালন প্রকল্পসমূহ:

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১.	আশুগঞ্জ ১৩২ কেভি পুরাতন এ আই এস উপকেন্দ্রকে ১৩২ কেভি নতুন জি আই এস উপকেন্দ্র দ্বারা প্রতিস্থাপন প্রকল্প	পিজিসিবি
২.	বিদ্যমান গ্রিড উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইনের ক্ষমতা বর্ধন	
৩.	গ্রীড ভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	
৪.	ঢাকা-চট্টগ্রাম মেইন পাওয়ার গ্রীড স্ট্রেন্ডেনিং প্রকল্প (সংশোধিত)	
৫.	পাওয়ার গ্রিড নেটওয়ার্ক স্ট্রেন্ডেনিং প্রজেক্ট আন্ডার পিজিসিবি (সংশোধিত)	
৬.	আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন (সংশোধিত)	
৭.	৪০০/২৩০/১৩২ কেভি গ্রীড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)	
৮.	পটুয়াখালী (পায়রা)-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ	
৯.	বাংলাদেশ পাওয়ার সিস্টেম রিলায়েবিলিটি এন্ড ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প	
১০.	পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীড নেটওয়ার্কের পরিবর্ধন এবং ক্ষমতাবর্ধন	
১১.	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইভাকুয়েশনের জন্য সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়ন	
১২.	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ট্রান্সমিশন গ্রীড সম্প্রসারণ প্রকল্প	
১৩.	চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)	

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১৪.	বড়পুকুরিয়া-বগুড়া-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি লাইনপ্রকল্প (১ম সংশোধিত)	
১৫.	বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প	
১৬.	মদুনাঘাট-ভুলতা ৭৬৫ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	
১৭.	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) (২য় সংশোধিত)	বিআরইবি
১৮.	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (২য় সংশোধিত)	
১৯.	সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ (২য় সংশোধিত)	
২০.	বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ)	
২১.	বাপবিবো'র বিদ্যমান ৩৩/১১ কেভি পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন	
২২.	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (বরিশাল বিভাগ)	
২৩.	রংপুর বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন	নেসকো
২৪.	রাজশাহী বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন	
২৫.	রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে নেসকো আওতাধীন এলাকায় স্মার্ট প্রিপেমেণ্ট মিটার স্থাপন	
২৬.	নেসকো এলাকায় স্মার্ট ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম বাস্তবায়ন	

৩.৫ প্রকল্পের আকার ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

অর্থবছরঃ জুলাই, ২০২২ - জুন, ২০২৩
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২২ - জুন, ২০২৩

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা (টি)	বিনিয়োগ	টি.এ.	মোট
	১২	০	১২

(বরাদ্দ / ব্যয় লক্ষ টাকায়)

	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (ECA)	জিওবি অর্থ ছাড়	৭৫০০২.১
আরএডিপি	১৯৯২৮৬.০০	১০৪০৯৫.০০	২৩৮৪৬.০০	৩৫৮৬৫.০০	৩৫৪৮০.০০	অর্থ ছাড়ের হার (%)	৭২.০৫
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৯৫৬৭০.৫২	৬৪৫৮৩.২৬	১৯৪০৫.১৭				
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৪৮.০১ %	৬২.০৪ %	৮১.৩৮ %				
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	১০০.০০ %						

(%)			
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	৮০.৩৪ %		

চলতি অর্থবছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	১০০.০০ %
চলতি অর্থবছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৭৯.০৯ %
পূর্ববর্তী অর্থবছরে একইসময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	১০১.০৮ %

অর্থবছরঃ জুলাই, ২০২২ - জুন, ২০২৩
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২২ - জুন, ২০২৩

পিজিসিবি

মোট প্রকল্প সংখ্যা (টি)	বিনিয়োগ	টি.এ.	মোট
	১৫	২	১৭

(বরাদ্দ / ব্যয় লক্ষ টাকায়)

	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (ECA)	জিওবি অর্থ ছাড়	২৮৫০২৮.৯০
আরএডিপি	৯৩৭১১৬.০০	৩১৯৪৬৩.০০	৫২৭৪২৭.০০	৯০২২৬.০০	০.০০	অর্থ ছাড়ের হার (%)	৮৯.২২ %
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৭৪২৩০৮.৮৭	২৪৬৫৬০.২৬	৪৯৫৭৪৮.৬১				
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৭৯.২১ %	৭৭.১৮ %	৯৩.৯৯ %				
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	১০০.০০ %						
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	১০২.৬০ %						

চলতি অর্থবছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	১০০.০০ %
চলতি অর্থবছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৭২.০৩ %
পূর্ববর্তী অর্থবছরে একইসময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	৯২.৯১ %

অর্থবছরঃ জুলাই, ২০২২ - জুন, ২০২৩
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২২ - জুন, ২০২৩

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা (টি)	বিনিয়োগ	টি.এ.	মোট
	৬	০	৬

(বরাদ্দ / ব্যয় লক্ষ টাকায়)

	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (ECA)
আরএডিপি	৭১৪৮৯.০০	৩৬৪৭৩.০০	১৬৫১৪.০০	১৮৫০২.০০	০.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৪৫১৪৩.১৭	৩৩২৩৭.৮৪	১১৯০৫.৩৩		
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৬৩.১৫ %	৯১.১৩ %	৭২.০৯ %		
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	১০০.০০ %				
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	০.৯০ %				

চলতি অর্থবছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৭৪.২৯ %
চলতি অর্থবছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৮৬.৬৮ %
পূর্ববর্তী অর্থবছরে একইসময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	০.৮০ %

জিওবি অর্থ ছাড়	৩৫২৯৯.৭৩
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৯৬.৭৮ %

অর্থবছরঃ জুলাই, ২০২২ - জুন, ২০২৩
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২২ - জুন, ২০২৩

নর্দান ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লি:

মোট প্রকল্প সংখ্যা (টি)	বিনিয়োগ	টি.এ.	মোট
	৪	০	৪

(বরাদ্দ / ব্যয় লক্ষ টাকায়)

	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (ECA)	জিওবি অর্থ ছাড়	৪৫৮৭৫.০০
আরএডিপি	৫৯২৬৯.০০	৫৭৫০২.০০	০.০০	১৭৬৭.০০	০.০০	অর্থ ছাড়ের হার (%)	৭৯.৭৮ %
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	২৮৩৭৯.৮৮	২৮৩৭৯.৮৮	০.০০				
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৪৭.৮৮ %	৪৯.৩৫ %	০.০০ %				
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	১০০.০০ %						
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	৯৯.৮৫ %						

চলতি অর্থবছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	১০০.০০ %
চলতি অর্থবছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৭২.৭১ %
পূর্ববর্তী অর্থবছরে একইসময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	১০০.০০ %

৩.৬ বাস্তবায়নকারী সংস্থাভিত্তিক বিশ্লেষণ:

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা সমূহ ও তাদের অধীনে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়নধীন চলমান প্রকল্পের সংখ্যা:

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম	২০২১-২২ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	২০২২-২৩ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	চলমান প্রকল্পের সংখ্যা
১	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	১০০.৮৬ %	৭৯.০৯%	১২
২	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	১০০.৭৬ %	৮৬.৬৮%	৬
৩	পিজিসিবি	৯২.৭৫ %	৭২.০৩%	১৭
৪	ঢাকা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি	১০০.০০ %	৯২.০২ %	৩
৫	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি	১০০.২৪ %	৭৮.১০ %	৬
৬	নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি	১০০.০০ %	৭২.৭১%	৪
৭	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	১০০.০০ %	৯৫.৭৩ %	৪
৮	আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড	১০২.৭৮ %	৪৪.০৭ %	২
৯	কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশলিমিটেড	১০১.২৯ %	৭৩.৮২ %	৩
১০	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড	১০০.০০ %	৯৫.০০ %	২
১১	নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি	১০০.৪৫ %	৯৩.৩৯ %	২
১২	পাওয়ার সেল	১০০.০০ %	৯১.৭০ %	১
১৩	ইজিসিবি	৯০.০০ %	৬৮.৯০ %	১
১৪	স্রেডা	৯৯.৩৯ %	৮১.৬১ %	২
১৫	বিআর পাওয়ার জেন	৫৪.০০ %	৭৩.৯১ %	১
১৬	বিআইএফসিএল	-	৯২.৯০%	১
১৭	প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের কার্যালয়	-	-	০
১৮	বিদ্যুৎ বিভাগের নিজস্ব প্রকল্প	১০০.০০ %	৮৮.১২%	১

প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতার তুলনা

গত ২০২১-২২ অর্থ বছরের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিদ্যুৎ বিভাগের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেডের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার সবচেয়ে বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি সবচেয়ে বেশি। সামগ্রিকভাবে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সংস্থাগুলোর আরও বেশি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভাগের নিবিড় তদারকি একান্ত প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়।

৩.৭ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিজনিত প্রভাব:

- বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজের গতির সাথে সমন্বয় করে গ্রীড উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন নির্মাণ কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত হয় না বিধায় সময় মত পাওয়ার ইভ্যাকুয়েশন সুবিধা সৃষ্টি করা যায়না। প্রায়শঃ দেখা যায়, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ধীর গতির কারণে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হবার পরেও সঞ্চালন লাইন নির্মাণ সম্ভব হয়না। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “আশুগঞ্জ ৪৫০ মে:ও: কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (উত্তর)” প্রকল্প এবং চট্টগ্রাম জেলায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “শিকলবাহা ২২৫ মে: ও: ডুয়েল ফুয়েল কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ” প্রকল্পের কাজের গতির সাথে সঞ্চালন লাইন নির্মাণের কাজের সমন্বয় করা সম্ভব হয়নি।
- সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে দরপত্র মূল্যায়ন ও অন্যান্য বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কনকারেন্স পেতে প্রায়শঃ বিলম্ব হয় বিধায় প্রকল্পের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়। ডেসকো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “অগমেন্টেশন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন অব ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ইন ডেসকো এরিয়া” প্রকল্প এবং বিপিডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত “Conversion of Baghabari 100 MW G.T. Power Plant to 150 MW Combined Cycle Power Plant” প্রকল্প, “Conversion of 150 MW Sylhet Gas Turbine Power plant to 225 MW Combined Cycle Power Plant” প্রকল্প, “Conversion of Shahjibazar 2x35 MW Gas Turbine Power plant to 105 MW Combined Cycle Power Plant” প্রকল্পে এই ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে।
- যথাযথভাবে মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা না করে অপরিবর্তিতভাবে প্রকল্প গ্রহণের কারণে কখনো প্রকল্প বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত “Installation of an Off-Grid Wind Solar Hybrid System with HFO Based Engine Driven Generator in Hatya Island” প্রকল্পটি প্রকল্প গ্রহণের ৪(চার) বছর পর মূল কাজ না করেই সমাপ্ত করতে হয়েছে।
- প্রকল্পসমূহ প্রায়শই নির্ধারিত সময়ে শেষ হয়না, ক্ষেত্র বিশেষে ৩০০% বা তার বেশি টাইম ওভার রান হয়। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়িত না হওয়াতে একদিকে যেমন প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায় অন্যদিকে জনগণ সঠিক সময়ে প্রকল্পের সুফল লাভ থেকে বঞ্চিত হয়।
- বিতরণধর্মী ও সঞ্চালনধর্মী প্রকল্পে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির উপর বৈদ্যুতিক খুঁটি স্থাপনে মালিকদের পক্ষ থেকে বাধা আসে। জমিতে শস্য/ফসল থাকলে খুঁটি স্থাপনের কাজ করা যায় না। এমতাবস্থায় খুঁটি স্থাপনের জন্য জমির মালিককে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়া হলে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। ডিপিপি প্রণয়নের সময় জমির ক্ষতি পূরণের জন্য ব্যয় বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। কারণ জমির ক্ষতিপূরণের ঝামেলা সমাধান করতে অনেক সময় ব্যয় হয় ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়।
- প্রকল্প দপ্তরের অদক্ষতার কারণেও প্রকল্পের কাজের গতি ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। বিপিডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প এলাকায় দ্বিতীয় ব্লকের ভূমি উন্নয়ন সংরক্ষণ ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ” প্রকল্পে সকল ক্রয়কার্য সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে করার পরেও নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়া এবং “সোলার স্ট্রীট লাইটিং প্রোগ্রাম ইন সিটি কর্পোরেশন” প্রকল্পের ৫(পাঁচ) বছরে মাত্র ১২% আর্থিক অগ্রগতি প্রকল্প দপ্তরের অদক্ষতা এবং পর্যাপ্ত মনিটরিং-এর অভাবের পরিচয় বহন করে।

চতুর্থ অধ্যায়

8 SWOT Analysis

Strengths/ সবল দিকসমূহ

- ১। ক্রমবর্ধমান চাহিদা: বাংলাদেশে একটি দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যা এবং ক্রমবর্ধমান শক্তির চাহিদা রয়েছে, যা বিদ্যুত খাতের জন্য একটি বৃহত্তর ভোক্তাগোষ্ঠির চাহিদা মেটাতে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার সুযোগ রয়েছে।
- ২। বৈচিত্র্যময় শক্তির মিশ্রণ: বাংলাদেশের একটি বৈচিত্র্যময় শক্তির মিশ্রণ রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, তেল এবং সৌর ও হাইড্রো মতো নবায়নযোগ্য উৎস। এই বৈচিত্র্য শক্তি সেক্টরে নমনীয়তা এবং স্থিতিস্থাপকতা প্রদান করে।
- ৩। সরকারী উদ্যোগ: বাংলাদেশ সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নীত করতে, জ্বালানি অ্যাক্সেস উন্নত করতে এবং বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে বিভিন্ন নীতি ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে।
- ৪। নবায়নযোগ্য শক্তির সম্ভাবনা: বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য শক্তির উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে সৌর ও বায়ু শক্তিতে। এটি জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমাতে এবং পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করতে অবদান রাখতে পারে।
- ৫। কৌশলগত অবস্থান: বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে আন্তঃসীমান্ত বিদ্যুৎ বাণিজ্যের সুযোগ প্রদান করে, শক্তি আমদানি/রপ্তানি এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা সক্ষম করে।

Weaknesses/ দুর্বল দিকসমূহ:

- ১। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা: জ্বালানির নিশ্চয়তা ছাড়া **Power Plant** স্থাপন করায় জ্বালানির অভাবে প্রায়শই **Plant** বন্ধ রাখায় চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহে বিভ্রাট ঘটে। যার ফলে কিছু এলাকায় ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয় এবং অপরিাপ্ত সরবরাহ হয়। বিদ্যুৎ খাতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথ ফিজিবিলিটি স্টাডি করা প্রয়োজন।
- ২। উচ্চ সঞ্চালন এবং বিতরণ ক্ষতি: বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত উচ্চ সঞ্চালন এবং বিতরণ ক্ষতির (**System Loss**) সম্মুখীন হয়, যার ফলে বিদ্যুত উপযোগীদের জন্য অদক্ষতা এবং আর্থিক ক্ষতি হয়।
- ৩। গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতের সীমিত অ্যাক্সেস: বিদ্যুতের অ্যাক্সেস সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও, গ্রামীণ এলাকাগুলিতে বিদ্যুৎ অবকাঠামো এখনও অপ্রতুল হওয়ায় বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে।
- ৪। আমদানি করা জ্বালানির ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আমদানি করা জ্বালানির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে, যা এটিকে মূল্যের ওঠানামা এবং ভূ-রাজনৈতিক কারণগুলির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে, যা শক্তি নিরাপত্তা এবং ক্রয়ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে।
- ৫। অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা: বিদ্যুৎ খাত পুরানো ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক, অপরিাপ্ত গ্রিড সংযোগ এবং সীমিত স্টোরেজ এবং ব্যাকআপ সিস্টেম সহ অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি।

Oppurtunities/ সুযোগসমূহ

- ১। শক্তি দক্ষতার উন্নতি: শক্তির দক্ষতার ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তি প্রয়োগ করা শক্তির ব্যবহার অপ্টিমাইজ করতে, অপচয় কমাতে এবং বিদ্যুৎ খাতের সামগ্রিক দক্ষতা উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে।

- ২। ক্রস-বর্ডার পাওয়ার ট্রেড: প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে আন্তঃসীমান্ত বিদ্যুৎ বাণিজ্যের সুযোগগুলি অন্বেষণ করা শক্তির মিশ্রণকে বৈচিত্র্যময় করতে পারে, শক্তি সুরক্ষা উন্নত করতে পারে এবং আঞ্চলিক শক্তি সহযোগিতাকে সহজতর করতে পারে।
- ৩। অবকাঠামো বিনিয়োগ: গ্রিড সম্প্রসারণ এবং আধুনিকীকরণ সহ বিদ্যুৎ অবকাঠামোতে ক্রমাগত বিনিয়োগ নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে পারে, ট্রান্সমিশন লস কমাতে পারে এবং পরিষেবার মান উন্নত করতে পারে।
- ৪। বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ: সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং বিনিয়োগ প্রণোদনার মাধ্যমে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা বিদ্যুৎ খাতের বৃদ্ধিকে সমর্থন করার জন্য দক্ষতা, প্রযুক্তি এবং অর্থায়ন আনতে পারে।

Threats/ হুমকিসমূহ

- ১। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি: চরম আবহাওয়ার ঘটনা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের জন্য বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ। এই হুমকিগুলি বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সঞ্চালন অবকাঠামো ব্যাহত করতে পারে, যা বিদ্যুৎ খাতের নির্ভরযোগ্যতাকে প্রভাবিত করে।
- ২। মূল্যের অস্থিরতা: বৈশ্বিক শক্তির মূল্যের অস্থিরতা আমদানি করা জ্বালানির ক্রয়ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের আর্থিক কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে পারে।
- ৩। রাজনৈতিক এবং নীতি অনিশ্চয়তা: রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং অনিশ্চিত নীতি কাঠামো বাংলাদেশে জ্বালানি প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, বিনিয়োগ এবং বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।
- ৪। অর্থায়নের চ্যালেঞ্জ: জ্বালানি অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত এবং সাশ্রয়ী মূল্যের অর্থায়ন অ্যাক্সেস করা একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে, বিশেষ করে নবায়নযোগ্য শক্তি এবং গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন উদ্যোগের জন্য।
- ৫। প্রতিযোগী শক্তি অগ্রাধিকার: সাশ্রয়ী শক্তির অ্যাক্সেস, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের প্রয়োজনের ভারসাম্য বজায় রাখা চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায় পর্যালোচনা

৫.১. পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন:

বিদ্যুৎ খাতের মাস্টার প্ল্যান ২০১৬ অনুযায়ী ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতের মাইলফলকগুলো নিম্নরূপঃ

Sl. No.	Description	August 2019	2021 (PSMP 2010)	2030 (PSMP 2010)	2041 (PSMP 2016)
1.	Installed Capacity (MW)	22,329*	24,000	40,000	60,000
2.	Electricity Demand (MW)	14,000	19,000	33,000	52,000
3.	Transmission Line (Ckt. KM)	11,650	12,000	27,300	34,850
4.	Grid Substation Capacity (MVA)	41,195	46,450	1,20,000	2,61,000
5.	Distribution Line (KM)	5,37,000	6,00,000	6,60,000	7,83,000
6.	Per Capita Generation KWh)	510	700	715	1,475
7.	Access to Electricity (%)	94	100	100	100

উপরিউক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে বিদ্যুৎ খাতে অধিকতর সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করতে হবে। বর্তমানে এমন কোন প্রকল্প নেই যা নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক প্রকল্পই সময় ওভার-রান এবং অর্থ ওভার-রান সিদ্ধান্তে আক্রান্ত।

আইএমইডির নিয়মিত কার্যের অংশ হিসেবে প্রতি অর্থবছরেই সমগ্র দেশব্যাপী বিদ্যুৎ বিভাগের প্রায় সকল প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের আলোকে প্রতিবেদন তৈরিপূর্বক পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রদান করা হয়। নিম্নে পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহের পর্যালোচনাসমূহ উপস্থাপন করা হল:

১. বিদ্যুৎ বিভাগের বড় প্রকল্পসমূহ সাধারণত টার্গ-কী পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এতে বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না বললেই চলে। ঠিকাদার সংস্থার ইচ্ছা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রকৌশল বিদ্যায় পড়াশোনা করে যারা বিদ্যুৎ বিভাগের বিভিন্ন সংস্থায় যোগদান করেন তাদের সক্ষমতা কম কিনা, অথবা তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে সক্ষমতা অর্জন করানো সম্ভব কিনা তা ভেবে দেখা উচিত। নচেৎ বিদ্যুৎ বিভাগে পরনির্ভরতা কাটানো সম্ভব হবে না এবং স্থিতিশীল বিদ্যুৎ খাত গঠন করা দুরূহ হতে পারে।
২. বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন সঞ্চালন ও বিতরণের জন্য পৃথক সংস্থা গঠন করা হয়েছে। এই তিন ধরনের সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতা লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত কিন্তু সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে না ওঠায় উৎপাদন বন্ধ রাখতে হয়। আবার অন্যক্ষেত্রে দেখা যায়, সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন প্রস্তুত কিন্তু উৎপাদন কেন্দ্র সমাপ্ত না হওয়াতে বিতরণ লাইন পড়ে আছে। এতে বিনিয়োগকৃত অর্থের সর্বোচ্চ মুনাফা আদায় করা সম্ভব হয় না।
৩. বিদ্যুৎ বিভাগের প্রায় সকল প্রকল্পেই প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প অনুমোদনের পরে নিয়োগ করা হয়। কোন কোন সময় প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে প্রকল্প মেয়াদের অনেকটা সময় ব্যয় হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর প্রকল্প সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত না থাকায় তার প্রভাব প্রকল্পের উপর পড়ে। এজন্য সূচনালগ্ন থেকেই একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করে সমীক্ষা সম্পাদন ও

প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন যেন তিনি প্রকল্পের উদ্দেশ্য থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারেন।

৪. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিধি অনুসারে প্রকল্প সমাপ্তের তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি'তে দাখিল করার বিধান থাকলেও প্রায় ৯৫% ক্ষেত্রেই সময়মত পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয়না। এজন্য প্রকল্পের সমাপ্তির পর তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন (পিসিআর) উপস্থাপন করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে নির্দেশনা দেয়া প্রয়োজন এবং পিসিআর উপস্থাপনের পূর্বে কোন প্রকল্প পরিচালককে অন্যত্র পদায়ন করা সমীচীন নয়।
৫. ডিপিপি প্রণয়নের সময়ে ব্যয় প্রাক্কলনে অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবসম্মত সংস্থান করা হয়না। যা পরবর্তীতে বাস্তবিকভাবে ক্রয় পর্যায়ে এসে পরিলক্ষিত হয়। সময়বদ্ধ ক্রয় পরিকল্পনাও বাস্তবসম্মত হয়না বিধায় প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নকালের শেষ বছরে এসে হতাশাব্যঞ্জক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্প যে বাস্তবায়িত হয় না তা প্রতীয়মান।
৬. বাংলাদেশের চলমান বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের প্রচলন খুবই অপ্রতুল। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সরকার ও বেসরকারি খাতের মধ্যে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ প্রকল্পের পাশাপাশি অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের যৌথ উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত করলে এ থেকে সুফল পাওয়া যাবে।
৭. ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং ট্রেনিং: ইলেক্ট্রিসিটি সেক্টরের সাথে জড়িত ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান এবং অন্যান্য কর্মীদের দক্ষতা প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এজন্য ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং ট্রেনিং: ইলেক্ট্রিসিটি সেক্টরের সাথে জড়িত ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান এবং অন্যান্য কর্মীদের জন্য ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রোগ্রাম এবং প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়াতে, অপারেশনাল দক্ষতা উন্নত করতে এবং দক্ষ জনবলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।
৮. বিদ্যুৎ বিভাগের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া সংস্থাভেদে আলাদা ধরনের হয়ে থাকে। অনেক সময় অনেক নিয়ম-বিধি গ্রাহকদের ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে, প্রতিযোগিতা উৎসাহিত করতে এবং গ্রাহকদের জন্য ন্যায্য মূল্য এবং পরিষেবার মান নিশ্চিত করতে নিয়ন্ত্রক কাঠামো ক্রমাগত পর্যালোচনা এবং আপডেট করা প্রয়োজন।
৯. প্রাথমিক জ্বালানির বিষয় নিশ্চিত না করে প্রকল্প গ্রহণ বন্ধ করা। অর্থাৎ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই কোন পদ্ধতিতে কোন উৎস হতে প্রকল্পের জ্বালানি সরবরাহ করা হবে সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।
১০. উন্নত বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশে এনার্জি সেক্টরেসমূহে ফাইন্যান্সিং এর পরিমাণ খুবই কম। ফলে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা এ সেক্টরে বিনিয়োগে তেমন আগ্রহ দেখায় না। এজন্য এনার্জি সেক্টরে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য উদ্ভাবনী ফাইন্যান্সিং মেকানিজম তৈরি করা প্রয়োজন। এর মধ্যে সবুজ অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান এবং ক্লিন এনার্জি উদ্যোগের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থায়নের বিকল্পগুলি অন্বেষণ করা অন্তর্ভুক্ত থাকা সমীচীন হবে।
১১. যে কোন সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ও তা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে লাভবান হওয়ার সবচেয়ে উত্তম পন্থা হচ্ছে ঐ সম্পদ বা সেক্টরের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিক গবেষণা করা। কিন্তু বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সেক্টরে গবেষণার পরিমাণ হাতেগোনা। এজন্য জ্বালানি খাতে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং উদ্ভাবনকে সমর্থন করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন উদ্যোগে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। এর মধ্যে শক্তি সঞ্চয়, নবায়নযোগ্য গ্রিড সংহতকরণ এবং নবায়নযোগ্য শক্তির নতুন উৎস অনুসন্ধানের উপর গবেষণা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
১২. বিদ্যুৎ বিভাগের অধিকাংশ প্রকল্পই নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দৈবজনিত ঘটনার কারণে বাস্তবায়নে অধিক বিলম্বের শিকার হয়। এজন্য শক্তি সেক্টর পরিকল্পনা এবং অবকাঠামো উন্নয়নে জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা

কৌশলগুলি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এর মধ্যে রয়েছে জলবায়ু ঝুঁকি মূল্যায়ন, দুর্ঘটনার প্রস্তুতির উন্নতি এবং চরম আবহাওয়ার ঘটনা মোকাবেলায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিত করা।

১৩. পাওয়ার সেক্টর হতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আউটপুট পাওয়ার জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাকুলিকে শক্তিশালী করা এবং পাওয়ার সেক্টরে শাসন উন্নত করা প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং কার্যকর প্রশাসনের প্রচলনের মাধ্যমে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা, দক্ষতা বাড়ানো এবং পরিষেবার মান উন্নত করা।
১৪. বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন করে সমস্যা চিহ্নিত করে তা মোকাবেলায় সময়উপযোগী সুপারিশ করা হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, সুপারিশসমূহ নথি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা আইএমইডি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ সঠিক ভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয় না। এজন্য প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে, প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে এবং বাস্তবায়িত নীতি ও কর্মসূচির কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি স্থাপন করা জরুরী। বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের আইনগত ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির জন্য আইনগত ভিত্তি স্থাপন করা প্রয়োজন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুপারিশ ও উপসংহার

৬.১ সুপারিশ

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের জন্য কিছু সুপারিশ নিম্নরূপ:

১. টার্ন-কী প্রকল্পের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দেশের বিদ্যমান সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নে নিজস্ব প্রকৌশলী ও কর্মকর্তাদের ভূমিকা বৃদ্ধি করতে হবে।
২. বিদ্যুৎ বিভাগের সকল সংস্থা অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কাজে নিয়োজিত সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা যেতে পারে যেন এক সংস্থার কারণে অন্য সংস্থার কাজের ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।
৩. প্রকল্পের সূচনালগ্ন থেকেই একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করে সমীক্ষা সম্পাদন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন যেন তিনি প্রকল্পের উদ্দেশ্য থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারেন।
৪. প্রকল্পের সমাপ্তির পর তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন (পিসিআর) উপস্থাপন করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে নির্দেশনা দেয়া প্রয়োজন। এবং পিসিআর উপস্থাপনের পূর্বে কোন প্রকল্প পরিচালককে অন্যত্র পদায়ন করা থেকে বিরত থাকা যেতে পারে।
৫. বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতগুলোতে প্রায় সকল পদেই প্রকৌশলীদের নিয়োগে প্রাধান্য দেখা যায়। প্রকৌশলীগণ প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজেই সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করে থাকেন। এতে প্রকৌশলী হিসেবে তাদের পড়ালেখার জ্ঞান আধুনিকায়নত হয়না বরং অধিকতর চর্চা এবং গবেষণার অভাবে উক্ত জ্ঞান লোপ পেতে থাকে। এজন্য প্রকল্পের আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য পৃথক কর্মকর্তা নিয়োগ করা যেতে পারে। এমনকি প্রকল্প পরিচালক হিসেবে প্রশাসনের কর্মকর্তা নিয়োগ করে প্রকৌশলীগণকে প্রকল্পের কারিগরি বিষয়ে নিয়োগ করার বিষয় চিন্তা করা যেতে পারে।
৬. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব: বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সরকার ও বেসরকারি খাতের মধ্যে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ প্রকল্পের পাশাপাশি অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের যৌথ উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
৭. ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং ট্রেনিং: ইলেক্ট্রিসিটি সেক্টরের সাথে জড়িত ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান এবং অন্যান্য কর্মীদের জন্য ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রোগ্রাম এবং প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এটি প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়তে, অপারেশনাল দক্ষতা উন্নত করতে এবং দক্ষ জনবলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।
৮. এনার্জি স্টোরেজ সলিউশন: নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলির মাঝে মাঝে প্রকৃতির মোকাবেলা করার জন্য শক্তি সঞ্চয় প্রযুক্তির গবেষণা এবং বিকাশের প্রসার করা যেতে পারে। এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেমগুলি গ্রিডকে স্থিতিশীল করতে, ব্যাকআপ পাওয়ার সরবরাহ করতে এবং নবায়নযোগ্য শক্তির উচ্চ স্তরের একীকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করতে পারে।
৯. পরিবহনের বিদ্যুতায়ন: বৈদ্যুতিক যানবাহন (EVs) গ্রহণে উৎসাহিত করুন এবং বৈদ্যুতিক পরিবহনে রূপান্তরকে সমর্থন করার জন্য চার্জিং পরিকাঠামো বিকাশ করা যেতে পারে। এটি জীবনশৈলী জ্বালানির উপর নির্ভরতা হ্রাস করবে, বায়ু দূষণ হ্রাস করবে এবং একটি সবুজ শক্তি ব্যবস্থায় অবদান রাখবে।
১০. নিয়ন্ত্রক সংস্কার: বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে, প্রতিযোগিতা উৎসাহিত করতে এবং গ্রাহকদের জন্য ন্যায্য মূল্য এবং পরিষেবার মান নিশ্চিত করতে নিয়ন্ত্রক কাঠামো ক্রমাগত পর্যালোচনা এবং আপডেট করা যেতে পারে।

১১. এনার্জি সেক্টর ফাইন্যান্সিং: এনার্জি সেক্টরে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য উদ্ভাবনী ফাইন্যান্সিং মেকানিজম তৈরি করা যেতে পারে। এর মধ্যে সবুজ অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান এবং ক্লিন এনার্জি উদ্যোগের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থায়নের বিকল্পগুলি অন্বেষণ করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
১২. অফ-গ্রিড সমাধান: প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে অফ-গ্রিড নবায়নযোগ্য শক্তি সলিউশন, যেমন সোলার হোম সিস্টেম এবং মাইক্রোগ্রিডের ব্যবহার প্রসার করা যেতে পারে। এই বিকেন্দ্রীভূত সমাধানগুলি ব্যাপক গ্রিড অবকাঠামোর প্রয়োজন ছাড়াই নির্ভরযোগ্য শক্তি সরবরাহ করতে পারে।
১৩. প্রান্তিক সম্প্রদায়ের জন্য শক্তি অ্যাক্সেস: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য শক্তি অ্যাক্সেসকে অগ্রাধিকার দিন, যার মধ্যে নিম্ন-আয়ের পরিবার, উদ্বাস্তু এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী লোকজন রয়েছে। এই সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী এবং নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি তৈরি করা যেতে পারে।
১৪. গবেষণা ও উন্নয়ন: জ্বালানি খাতে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং উদ্ভাবনকে সমর্থন করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন উদ্যোগে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এর মধ্যে শক্তি সঞ্চয়, নবায়নযোগ্য গ্রিড সংহতকরণ এবং নবায়নযোগ্য শক্তির নতুন উৎস অনুসন্ধানের উপর গবেষণা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
১৫. জনসচেতনতা এবং শিক্ষা: নাগরিকদের জ্বালানি সংরক্ষণ, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির সুবিধা এবং টেকসই শক্তি অনুশীলনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। আচরণগত পরিবর্তনগুলিকে উত্সাহিত করা এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে শক্তি-সচেতন অভ্যাসের পরিবর্তনের জন্য সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।
১৬. জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা: শক্তি সেক্টর পরিকল্পনা এবং অবকাঠামো উন্নয়নে জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা কৌশলগুলি অন্তর্ভুক্ত করা যতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে জলবায়ু ঝুঁকি মূল্যায়ন, দুর্ঘটনার প্রস্তুতির উন্নতি এবং চরম আবহাওয়ার ঘটনা মোকাবেলায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিত করা।
১৭. গ্রিন বিল্ডিং উদ্যোগ: শক্তি-দক্ষ বিল্ডিং ডিজাইন এবং সবুজ বিল্ডিং অনুশীলনগুলি গ্রহণে উত্সাহিত করা যেতে পারে। নতুন নির্মাণ প্রকল্পগুলিতে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবস্থা, শক্তি-দক্ষ (Energy-efficient) আলো, নিরোধক এবং অন্যান্য টেকসই বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উদ্ভাবকদের জন্য প্রণোদনা প্রদান করা যেতে পারে।
১৮. পাওয়ার সেক্টর গভর্নেন্স বাড়ানো: নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করা এবং পাওয়ার সেক্টরে ব্যবস্থাপনা উন্নত করা যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতি কমানো, কার্যকর প্রশাসনের প্রচলনের মাধ্যমে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা, দক্ষতা বাড়ানো এবং পরিষেবার মান উন্নত করা।
১৯. স্মার্ট মিটারিং এবং বিলিং: বিদ্যুৎ খরচের সঠিক এবং রিয়েল-টাইম মনিটরিং সক্ষম করতে শতভাগ স্মার্ট মিটারিং সিস্টেম স্থাপন করা যতে পারে।
২০. গ্রীন টেকনোলজি ইনকিউবেটর: ক্লিন এনার্জি স্টার্টআপ এবং উদ্যোক্তা উদ্যোগের বিকাশে সহায়তা করার জন্য সবুজ প্রযুক্তি ইনকিউবেটর এবং উদ্ভাবন কেন্দ্র স্থাপন করা যতে পারে।
২১. মনিটরিং এবং মূল্যায়ন: প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে, প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে এবং বাস্তবায়িত নীতি ও কর্মসূচির কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি স্থাপন করা জরুরি। বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের আইনগত ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির জন্য আইনগত ভিত্তি স্থাপন করা যেতে পারে।

৬.২ উপসংহার

উপসংহারে বলা যায়, বাংলাদেশের বিদ্যুতের অ্যাক্সেস সম্প্রসারণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তা সত্ত্বেও, একটি টেকসই এবং স্থিতিশীল বিদ্যুৎ খাত নিশ্চিত করতে এখনও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা মোকাবেলা করতে হবে। সারাদেশে দক্ষ বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন অবকাঠামোর উন্নতি, প্রযুক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি কমানো এবং গ্রিডের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তদুপরি, চাহিদা-সরবরাহের ভারসাম্যহীনতা মোকাবেলা করা, বিশেষ করে পিক আওয়ারে এবং লোড ম্যানেজমেন্ট কৌশল উন্নত করার মাধ্যমে বিদ্যুতের ঘাটতি দূর করতে এবং লোডশেডিং কমাতে সাহায্য করবে। সর্বজনীন বিদ্যুতের অ্যাক্সেস অর্জনের জন্য আরও প্রচেষ্টা প্রয়োজন, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়, মিনি-গ্রিড এবং স্বতন্ত্র সৌর সিস্টেমের মতো বিকেন্দ্রীভূত শক্তি সমাধানগুলিকে প্রণোদনা দিয়ে বিদ্যুতায়নের ব্যবধান পূরণ করতে এবং প্রত্যন্ত এলাকার জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করা যেতে পারে। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ খাতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং বিনিয়োগ প্রণোদনার মাধ্যমে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে স্থিতিশীলতা আনয়ন সম্ভব।

কার্যকর শাসন, স্বচ্ছ প্রবিধান এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলি একটি সক্ষম পরিবেশ তৈরি করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যা বিনিয়োগ আকর্ষণ করে, প্রতিযোগিতা বাড়ায় এবং বিদ্যুৎ খাতে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে।

পরিশেষে, বিদ্যুৎ খাতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করে এবং সুযোগগুলিকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে, বাংলাদেশ তার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে নির্ভরযোগ্য, সশ্রমী এবং টেকসই বিদ্যুৎ সরবরাহ করে এবং সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে তার বিদ্যুৎ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে পারে।

তথ্যসূত্র

1. <https://www.worldbank.org/en/country/bangladesh/overview#3>
2. <https://databd.co/wp-content/uploads/2018/10/transforming-the-power-sector-in-bangladesh.pdf>
3. <http://www.powerprojectbd.org/>
4. সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা।
5. আইএমইডির বিভিন্ন সমীক্ষা প্রতিবেদন।
6. আইএমইডির পরিদর্শন প্রতিবেদন।



বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)